দাল্লীন ও জাল্লীনের মীমাংসা

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ, শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর, শাহ্‌সুফী, আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ, ফকিহ্‌, শাহ্‌ সুফী, আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস" ইহতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(পঞ্চম মুদ্রণ সন ১৪১৮)

মূল্য- ৪০ টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام

على رسوله سيدنا محمد و اله وصحبه اجمعين

দাল্লীন ও জাল্লীনের মীমাংসা

আরবী ভাষায় সর্ব্বশুদ্ধ ৩০ টি অক্ষর আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি অক্ষরের প্রকৃত উচ্চারণ বঙ্গ বর্ণমালায় প্রকাশ করা অসম্ভব, যথা জাল, জোয়, দোয়াদ, ছে, তোয়, বড় কাফ, হে, আএন, গায়েন, খে ও হামজা ইত্যাদি। যেরূপ আমরা মিষ্ট, অম্ল, আলোক ও অন্ধকার ইত্যাদি বিষয়গুলি আপন আপন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি, কিন্তু উহাদের অর্থ ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না, সেইরূপ উপরোক্ত অক্ষরগুলির উচ্চারণ ভাষায় প্রকাশ করিতে পারা যায় না।

জোয় অক্ষরের সুর বঙ্গ ভাষায় বর্গীয় "জ" কিম্বা অন্তঃস্থ 'য' এর তুল্য নহে, তাহা হইলে বাঙ্গালা বর্ণমালায় উহার উচ্চারণ ভাব প্রকাশ করা অসম্ভব সুনিশ্চিত।

একজন মদিনা শরিফের আলেম বলিয়াছেন, সাধারণ বঙ্গবাসী জোয় অক্ষরকে যেভাবে পাঠ করেন, উহা আদৌ শুদ্ধ নহে, বরং বলিলেও হয় যে, তাঁহারা এই অক্ষরটি উচ্চারণ একেবারেই জানেন না। যদিও

জোয় উহার ঠিক নাম নহে, তথাপি এস্থলে উহাকে জোয় বলিয়া উল্লেখ করা হইবে। দোয়াদ অক্ষরের সুর বাঙ্গালা দ, বর্গীয় "জ" কিম্বা অন্তঃস্থ "য" এই তিন অক্ষরের সুরের তুল্য নহে, সুতরাং বঙ্গভাষায় উহার প্রকৃত উচ্চারণ প্রকাশ করিতে কোন অক্ষর নাই। যদিও "দাদ" "দোয়াদ" ও 'জাদ' উহার প্রকৃত নাম নহে, তথাপি এই স্থলে উহার নাম দোয়াদ রাখা হইল।

জোয় ও দোয়াদ এই উভয় অক্ষরের উচ্চারণ স্থান ও সুর পৃথক পৃথক। জোয় অক্ষর জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরি দন্তের অগ্রভাগ হইতে উচ্চারিত হয়। দোয়াদ জিহ্বার কোন এক পার্শ্ব ও তন্নিকটস্থ দন্তমূল হইতে উচ্চারিত হয়। দোয়াদের উচ্চারণ দীর্ঘ, কিন্তু জোয় উচ্চারণ দীর্ঘ নহে। আরববাসী ক্বারী কিম্বা তথা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ক্বারীর নিকট না শুনিলে দোয়াদ ও জোয় অক্ষরদ্বয়ের প্রকৃত উচ্চারণ শিক্ষা করিতে পারা যায় না। যাহারা কেবল কেরাতের কেতাব দেখিয়া উক্ত অক্ষরগুলি শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে বাসনা করেন তাঁহাদের এই বাসনা আকাশ কুসুম তুল্য। বর্ত্তমানে কতক বঙ্গবাসী আলেম এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যিনি যত বড় আলেম হউন না কেন, তিনি যতক্ষণ উপযুক্ত ক্বারীর নিকট কোরাণ পাঠ করিবার প্রণালী শিক্ষা না করেন ততক্ষণ কোরাণ শুদ্ধ পাঠ করিবার দাবী করিতে পারেন না এবং করিলেও হাস্যাস্পদ হইবেন। আরও আরবী দোয়াদ ও জোয় ইত্যাদি অক্ষরের উচ্চারণ লইয়া তাঁহার তর্ক করা অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। যদি পুস্তক পড়িয়া চিকিৎসার বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করা যাইত তবে আর কেহ বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে যাইত না। উপস্থিত একদল লোক দোয়াদ অক্ষরকে বর্গীয় 'জ' এর সুরে পড়িতে ফৎওয়া দিয়া বঙ্গরাজ্যে মহা-বাদ বিসম্বাদের সূত্রপাত করিয়াছেন এবং বহুসংখ্যক ক্বারী

বা আলেমগণ এই দোওয়াদকে যে ভাবে উচ্চারণ করেন, উহাকে বাঙ্গালা 'দ' কিম্বা আরবী দাল বুঝিয়া তাঁহাদের নামাজ বাতীল হইবার ফৎওয়া দিয়া জগতকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে "রেছালায় দাল্লীন ও জাল্লীন" ইত্যাদি কয়েক খণ্ড পুস্তক বঙ্গে প্রচারিত হইয়াছে সত্য মত প্রচার করা আলেম মণ্ডলীর পক্ষে ওয়াজেব, সেই হেতু এই ক্ষুদ্র পুস্তক খণ্ড প্রকাশ করা হইতেছে। নিরপেক্ষক পাঠক ইহাতেই সত্যাসত্যের মধ্যে প্রভেদ করিতে সক্ষম হইবেন।

নবী করিম ছাঃ বলিয়াছেন,—

اقرؤا القرآن بلحون العرب

"তোমরা আরবী এলহানে কোরাণ পাঠ কর।" এই হাদিছ অনুযারী বঙ্গবাসীগণ জোয় ও দোয়াদ ইত্যাদি অক্ষর উচ্চারণ করিতে আরবের ক্বারীগণের অনুসরণ করিতে বাধ্য হইবেন। যাঁহারা আরবের ক্বারীদের মুখে উক্ত অক্ষর দুইটির উচ্চারণ শুনিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছেন, যে, উভয়ের সুর পৃথক আর জোয় অক্ষর বর্গীয় "জ' এর সুরে উচ্চারিত হয় না এবং দোয়াদ অক্ষরকে জোয় অক্ষরের সুরে উচ্চারণ করিলেও "মাগজুবে" ও "জাল্লীন" হইতে পারে না।

তফছির আজিজ পারায় তাবারক, ১৭৯ পৃষ্ঠায়;—

اول تصحیح حروف که بجای ضاد ظا و بجای طا

تا نه بر آید ☆

(খোদাতায়ালা তরতিবের সহিত কোরাণ পড়িতে আদেশ করিয়াছেন) তরতিব করিতে প্রথমেই অক্ষরগুলির শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা করিতে হইবে, যাহাতে 'দোয়াদ'কে 'জোয় এবং তোয়'কে ' তে' না পড়া হয়।

জাজরির টীকা, গায়াতোল বায়ান ও কাওয়াএদে ছামার কান্দিতে লিখিত আছে।

ان الضاد اعسر الحروف على اللسان فليحسن عاريتها لئلا تكون مشابهة بالظاء و الذال و الزاى ☆

দোয়াদ অক্ষরটি উচ্চারণে অতি কঠিন, উহার (উচ্চারণের প্রতি) বিশেষ লক্ষ্য করা একান্ত আবশ্যক, যেন উহার সুর জোয়, জে ও জা'লের সুরের সহিত মিলিয়া না যায়।

মোল্লা আলিকারী লিখিয়াছেন;—

দোয়াদ অক্ষরটি অতি কঠিন, কেহ উহাকে দাল, কেহ জোয়, কেহ জাল ও কেহ তোয় পড়িয়া থাকেন, কেহ বা জাল ও জোয়ের নিকট নিকট সুরে পাঠ করেন, কিন্তু অন্যান্য অক্ষর অপেক্ষা জোয়ের সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সেই হেতু দোয়াদকে জোয় হইতে পৃথক করিবার আদেশ হইয়াছে।

এবনে হাজেব শফিয়া গ্রন্থে লিখিয়াছেন, দোয়াদকে জোয় পড়া অতি কদর্য্য কর্ম।

পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, দোয়াদ অক্ষরের সুর জোয়, জাল, জে কিম্বা দালের সুরের তুল্য নহে।

আমাদের দেশস্থ আলেমমণ্ডলী যে ভাবে দোয়াদের উচ্ছারণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কোন উপযুক্ত কারীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ঠিক উচ্চারণ করেন, আর যাঁহারা এইরূপ শিক্ষা লাভ না করিয়াছেন, তাঁহারা যদিও ঠিক দোয়াদের উচ্চারণ করিতে না পারেন, তথাচ দোয়াদের নিকট সুরে উচ্চরণ করেন, উহা কিছুতেই দাল নহে। প্রকৃত দোয়াদের উচ্চারণ এবং এই প্রচলিত উচ্চারণের মধ্যে প্রভেদ করাও সঙ্কট। যাহারা কারীদের মুখে উচ্চারণ শুনিয়াছেন, তাঁহারা এই কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন ।

(১) **মৌলবি জহুরুল হক সাহেব** নিজ পুস্তকে লিখিয়াছেন, এদেশস্থ লোক যেরূপ দোয়াদ উচ্চারণ করেন, উহা মোটা দাল ভিন্ন আর কিছুই নহে, কাজেই কোরাণ পড়িতে দোয়াদকে এইভাবে উচ্চারণ করিলে, নামাজ বাতীল হইবে।

উঃ— মৌলবি ছাহেবের ইহা একটি ভ্রান্তিমূলক ধারণা, কেননা এদেশস্থ লোক যেরূপ দোয়াদ উচ্চারণ করেন, উহা কিছুতেই দাল নহে, উহার সুর ও উচ্চারণ স্থান দালের সুর ও উচ্চারণ স্থান হইতে পৃথক, তবে উহা কিরূপে মোটা দাল হইবে?

আরও যদি ছোট মোটা প্রভেদে অক্ষর পৃথক না হয়, তবে কি বিজ্ঞ মৌলবি ছাহেব 'তে' ও তোয়কে, 'ছে' ছিন ও ছদকে, জে ও জালকে, দুই কাফকে এবং দুই 'হে' কে এক এক অক্ষর বলিয়া আরবী ৩০ অক্ষরকে ২৪ অক্ষরে পরিণত করিবেন?

(২) **মৌলবি আমানত আলি সাহেব** "রেছালায় দাল্লীন ও জাল্লীন' এবং মৌলবি জহুরুল হক সাহেব নিজ পুস্তকে লিখিয়াছেন, কাজিখান, শামি, আলমগিরি ও বাজ্জাজি প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে,— দোয়াদকে জোয় জাল ও জে পড়িলে, নামাজ জায়েজ হইবে, কেননা উহাদের সুর নিকট নিকট। আর দোয়াদকে দাল পড়িলে, নামাজ বাতীল হইবে, কেননা উহাদের সুর সম্পূর্ণ পৃথক।

বহু আলেম বলিয়াছেন, যে অক্ষরগুলির সুর নিকট নিকট হওয়ায় উহাদের মধ্যে প্রভেদ করা সঙ্কট, এইরূপ একটি অক্ষরকে অন্য অক্ষরের সহিত পরিবর্ত্তন করিলে নামাজ জায়েজ হইবে, আর যাহাদের সুর সম্পূর্ণ পৃথক এইরূপ এক অক্ষরকে অন্য অক্ষরের সহিত পরিবর্ত্তন করিলে, নামাজ বাতীল হইবে, অতএব দোয়াদকে জোয় অক্ষরের সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া মাগজুবে ও জাল্লীন পাঠ করা সর্ব্বতোভাবে জায়েজ হইতে পারে, কিন্তু দোয়াদকে দাল অক্ষরের সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া মাগদুবে ও দাল্লীন পাঠ করিলে, কিছুতেই নামাজ জায়েজ হইতে পারে না।

উঃ—পাঠক। যদি মৌলবি সাহেবদ্বয় ফেক্‌হের কেতাবের আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন, তবে এইরূপ ভ্রমাত্মক মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না। এক্ষণে আপনি কতকগুলি কেতাবের মর্মস্থির মনে শ্রবণ করুন।

প্রথম— শামি কেতাবের ১।৬৫৯ পৃষ্ঠায় মারাকিল ফালাহ কেতাবের টীকা তাহতাবীর ১৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,— যদি কেহ এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পরিবর্ত্তন করে, এক্ষেত্রে যদি উক্ত শব্দের মর্ম্ম অতিরিক্ত বিকৃত হইয়া পড়ে কিম্বা উক্ত শব্দ অর্থ শূন্য হইয়া পড়ে, তবে উক্ত শব্দ কোরাণ শরিফের অন্য স্থলে থাকুক, আর নাই থাকুক, উহাতে এমাম আজম ও এমাম মোহাম্মদের মতে নামাজ বাতীল হইবে। আর যদি উক্ত শব্দ কোরাণ শরিফের কোন স্থানে না থাকে, তবে উহার অর্থ বিকৃত হউক, আর নাই হউক, উহাতে এমাম আবু ইউছুফের মতে নামাজ বাতীল হইবে। এমাম আবু হানিফা ও মোহাম্মদের মত সমধিক এহতিয়তযুক্ত (গ্রহণযোগ্য)। ইহা প্রাচীন এমামগণের মত।

আর তৎপরবর্ত্তী বিদ্বানগণের মত এই যে, যদি উক্ত অক্ষরদ্বয়ের উচ্চারণ প্রভেদ করা সহজ হয়, তবে এইরূপ পরিবর্ত্তনে সকলের মতে নামাজ বাতীল হইবে, আর যদি উভয় অক্ষরের পৃথক উচ্চারণ কষ্টকর হয়, যেরূপ দোয়াদ, জোয় তবে এই দলের অনেকের মতে নামাজ বাতীল হইবে, আর কেহ কেহ বলেন, উভয়ের নিকট নিকট হইলে, নামাজ নষ্ট হইবে না। এই পরবর্ত্তী জামানার বিদ্বানগণের মতানুযায়ী ফরুয়াত মাছায়েল বিধিবদ্ধ হয় নাই, কাজেই প্রাচীন এমামগণের মত গ্রহণ করা উত্তম, কেননা ইহাদের নিয়ম কানুনাদি বিধিবদ্ধ হইয়াছে, ইহাদের মত সমধিক এহতিয়াত বিশিষ্ট এবং ফাতাওয়ার কেতাব সমূহের অধিকাংশ মছলা এই মতানুযায়ী আবিষ্কৃত হইয়াছে।”

আরও শামি, ১।৬৬২ পৃষ্ঠা,

الظاء مكان الضاد لا تفسد عند بعض المشائخ و هذا كله قول المتاخرين و قد علمت انه اوسع و ان قول المتقدمين احوط قال فى شرح المنية و هو الذى صححه المحققون و فرعوا عليه ☆

"দোয়াদের স্থলে জোয় পড়িলে কতক বিদ্বানের মতে নামাজ বাতীল হইবে না, ইহা পরবর্ত্তী জামানার বিদ্বানদিগের (কতকের) মত আর তুমি অবগত হইয়াছ যে, ইহা সমধিক সহজ মত, কিন্তু প্রাচীন এমামগণের মত সমধিক এহ্তিয়াতযুক্ত। মনইয়ার টীকায় আছে, সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্ আলেমগণ প্রাচীন এমামগণের মতটি ছহিহ্ বলিয়াছেন এবং এই মতানুযায়ী মাছায়েল প্রকাশ করিয়াছেন।"

ফৎহোল-কাদির, ১।১২৯ পৃষ্ঠায়;—

فالاولى قول المتقد مين

"প্রাচীন এমামগণের মতটি সমধিক উৎকৃষ্ট।"

তহজিব কেতাবে আছে,—

و لو قرأ الضاد مكان الظاء او على العكس تفسد صلاته عند ابى حنيفة و محمد رح ☆

"যদি কেহ জোয় স্থলে দোয়াদ কিম্বা দোয়াদ স্থলে জোয় (মাগজুবে ও জাল্লীন) পড়ে, তবে (এমাম) আবু হানিফা ও (এমাম) মোহাম্মদ রহমতোল্লাহ আলায়হেমার মতে তাহার নামাজ বাতীল হইবে।"

ফাতাওয়ায় -ছেরাজিয়া, ২১ পৃষ্ঠা,—

و لوقرأ و لا الضالين بالذال او بالظاء عند عامة

المشائخ رحمة الله تعالى عليهم تفسد صلاته ☆

"যদি কেহ জাল কিম্বা জোয় দ্বারা "অলজ্জালীন" পড়ে, তবে অধিকাংশ ফকিহ্ বিদ্বানের মতে তাহার নামাজ বাতীল হইবে।"

মনইয়াতোল-মোসাল্লি;—

اما اذا قرأ مكان الذال ظاء او قرأ الظاء مكان الضاد

او على القلب تفسد صلاته عليه اكثر الائمة ☆

"কিন্তু যদি জাল' স্থলে 'জোয়' পড়ে, কিম্বা 'দোয়াদ' স্থলে 'জোয়' বা জোয় স্থলে 'দোয়াদ' পড়ে, তবে অধিকাংশ এমামের মতে তাহার নামাজ বাতীল হইবে।"

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, মৌলবী ছাহেবদ্বয় প্রাচীন এমামগণের ও অধিকাংশ বিদ্বানের ছহিহ্ ও উৎকৃষ্ট মত ত্যাগ করিয়া কিজন্য প্রত্যেক স্থলে 'দোয়াদ' স্থলে 'জোয়' পড়িতে ফৎওয়া দিলেন?

দ্বিতীয়— মারাকিল ফালাহের টীকা তাহতাবীর ১৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

محل الاختلاف فى الخطا و النسيان اما فى العمد

فتفسد به مطلقا بالاتفاق ☆

"ভ্রম বশতঃ অনিচ্ছা সত্ত্বে (এক অক্ষর স্থলে অন্য অক্ষর পরিবর্ত্তন করিলে, কেহ কেহ বলেন নামাজ বাতীল হইবে, ইহা স্থির করিতে) এমাম আবু হানিফা, এমাম মোহাম্মদ কিম্বা এমাম আবু ইউছুফের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া এরূপ পরিবর্ত্তন করিলে, উপরোক্ত তিন এমামের মতে নামাজ বাতীল হইবে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, স্বেচ্ছায় জোয় বা জাল দ্বারা মাগজুবে বা জাল্লীন পড়িলে, উপরোক্ত তিন এমামের মতে নামাজ বাতীল হইবে।

হুলইয়া কেতাবে আছে—

ثم ما نذكره من الخلاف بين المتقدمين و المتاخرين فى هذا على ما فى الخانية ينبغى ان يكون محله ما اذا لم يعمد ☆

"প্রাচীন এমামগণের ও পরবর্ত্তী জামানার আলেমগণের মধ্যে এক অক্ষর স্থলে অন্য অক্ষর পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে যে মতভেদ হইয়াছে, এক্ষণে আমি কাজিখান, কেতাবের রেওয়াএত অনুযায়ী তাহা উল্লেখ করিব, কিন্তু যদি কোরআন পাঠকারী অনিচ্ছা সত্ত্বে (ভ্রমবশতঃ) এরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, তবে সেই স্থলে তাহাদের মতভেদ হইয়াছে (অর্থাৎ স্বেচ্ছায় এইরূপ পরিবর্ত্তন করিলে, প্রাচীন ও পরবর্ত্তী সমস্ত জামানার এমাম ও আলেমগণের মতে নামাজ বাতীল হইবে)।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, স্বেচ্ছায় জোয় বা জাল দ্বারা মাগজুবে বা জাল্লীন পড়িলে, কি প্রাচীন, কি পরিবর্ত্তী জামানার সমস্ত এমামগণের মতে নামাজ বাতীল হইবে।

আলমগিরি, ৮৩ পৃষ্ঠা,—

قال القاضى الامام ابو الحسن و القاضى الا مام ابو عاصم ان تعمد فسدت و ان جرى على لسانه او كان لايعرف التمييز لا تفسد و هو اعدل الا قاويل و المختار☆

"এমাম কাজি এমাম আবুল হাছান ও কাজী এমাম আবু আছেম বলিয়াছেন, যদি স্বেচ্ছায় এইরূপ অক্ষর পরিবর্ত্তন করে তবে নামাজ বাতীল হইবে। আর যদি (অনিচ্ছায়) তাহার মুখ হইতে এইরূপ বাহির হইয়া পড়ে কিম্বা প্রভেদ করিতে না জানে (অর্থাৎ অজানিত ভাবে এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর উচ্চারণ করিয়া ফেলে), তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে না। ইহাই সমস্ত মতের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও মনোনীত মত (অর্থাৎ ফৎওয়া গ্রাহ্য মত।"

শামি, ১।৬৬২ পৃষ্ঠা;—

و فی الخزانة الا کمل قال القاضی ابو عاصم ان تعمد تفسد و ان جری علی لسانه او لایعرف التمیز لاتفسد و هو المختار حلیة فی البزازیة و هو اعدل الاقاویل و هو المختار☆

"খাজানাতোল-আকমাল কেতাবে আছে, কাজী আবুল আছেম বলিয়াছেন, যদি স্বেচ্ছায় এইরূপ অক্ষর পরিবর্ত্তন করে, তবে নামাজ বাতীল হইবে। আর যদি তাহার মুখে হঠাৎ বাহির হইয়া পড়ে কিম্বা প্রভেদ করিতে না জানে, তবে নামাজ বাতীল হইবে না। ইহাই মনোনীত মত, ইহা হুলইয়া কেতাবে আছে।

আর বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে যে ইহা সমস্ত মতের মধ্যে উৎকৃষ্ট এবং মনোনীত মত।"

মনইয়ার ১২২ পৃষ্ঠায় কবিরির ৪৪৮ পৃষ্ঠায় ছগিরির ২৪৬ পৃষ্ঠায় ও দোর্রোল-মোখতারের টীকা, তাহতাবির ২৬৭ পৃষ্ঠায় ঐরূপ মত লিখিত হইয়াছে।

খাজনাতোল-আকমাল কেতাবে আছে;—

اذ قرأ مكان الظاء ضادا او مكان الضاد ظاء فقال القاضى المحسن الاحسن ان يقال ان تعمد ذلك تبطل صلاته عالما كان او جاهلا اما لو كان مخطلبا اراد الصواب فجرى هذا على لسانه او لم يكن ممن يميز بين الحرفين فظن انه ادى الكلمة كما هى فغلط جازت صلاته و هو قول محمد بن مقاتل وبه كان يفتى الشيخ اسماعيل الزاهد و هو احسن (الى) و الظاهر ان هذا محمل ما فى جميع الفتاوى اه ☆

"যদি কেহ 'জোয়' স্থলে দোয়াদ কিম্বা দোয়াদ স্থলে জোয় পড়ে তবে কাজী মোহছেন বলিয়াছেন, (এসম্বন্ধে) এইরূপ মত প্রকাশ করা উত্তম যে, যদি স্বেচ্ছায় এইরূপ করে, তবে আলেম হউক আর বেএল্‌ম (নিরক্ষর) হউক, তাহার নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে। আর যদি সে ব্যক্তি ভ্রমণকারী হয়, প্রকৃত উচ্চারণ করার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার মুখে (ভ্রমবশতঃ) ঐরূপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কিম্বা যদি সে ব্যক্তি উভয় অক্ষরের মধ্যে প্রভেদ করিতে জানে না, এজন্য সে ধারণা করিয়াছে যে, সে শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ করিয়াছে, অথচ সে ভুল করিয়া বসিয়াছে তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে। ইহা মোহাম্মদ বেনে মোকাতেলের মত,

শেখ জাহেদ এছমাইল এই মতের উপর ফৎওয়া দিতেন, ইহাই উৎকৃষ্ট মত। সমস্ত ফাতাওয়ার কেতাবে অক্ষর পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার প্রকাশ্য মর্ম ইহাই হইবে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, স্বেচ্ছায় মাগজুবে বা জাল্লীন পড়িলে ফৎওয়া গ্রাহ্য ও মনোনীত মতে নামাজ বাতীল হইবে।

ফৎহোল-কদির, ১।১২৯ পৃষ্ঠা;—

فاذا وضع حرفا مكان حرف فاما خطأً و اما عجزا فالاول الخ ☆

"যদি এক অক্ষরের পরিবর্ত্তে অন্য অক্ষর পড়ে, তবে দেখিতে হইবে যে, ভ্রমবশতঃ এইরূপ করিয়াছে, কিম্বা অক্ষমতা হেতু এইরূপ করিয়াছে, ভ্রমবশতঃ এইরূপ করিয়া থাকিলে, উহাতে প্রাচীন এমামগণ ও পরবর্ত্তী বিদ্বানগণের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রকার মতভেদ হইয়াছে।— .... এইরূপ শামীর ১।৬৬১ পৃষ্ঠায় ও কবিরির ৪৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।"

কাজিখান, ১।৬৮ পৃঃ

اما اذا اخطأ بذكر حرف مكان حرف فى كلمة الخ

যদি ভ্রমবশতঃ শব্দের এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পড়িয়া ফেলে, তবে নিম্নোক্ত প্রকার ব্যবস্থা হইবে।

এইরূপ ফাতাওয়ায় বাজ্জাজিয়ার ৪৮ পৃষ্ঠায় ও খোলাছাতোল-ফাতাওয়ার ১১০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

هذا كله اذا قرأ خطأً ☆

"যদি ভ্রমবশতঃ এইরূপ পড়িয়া থাকে, তবে এই সমস্ত ব্যবস্থা হইবে।"

উপরোক্ত প্রমাণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, স্বেচ্ছায় অক্ষর পরিবর্ত্তনকারীর নামাজ বাতীল হওয়া সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই, অবশ্য ভ্রম বশতঃ অক্ষর পরিবর্ত্তন করিলে, প্রাচীন ও পরবর্ত্তী জামানার বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে।

ফেক্‌হে-আকবরের টীকা ২৫০ পৃষ্ঠা,—

فى المحيط سئل الامام الفضلى عمن يقرأ الظاء المعجمة مكان الضاد المعجمة او يقرأ اصحاب الجنة مكان اصحاب النار او على العكس فقال لا يجوز امامته و لو تعمد يكفر قلت اما تكون تعمده كفرا فلا كلام فيه ☆

"মুহিত কেতাবে আছে, এমাম ফজলি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, যে ব্যক্তি দোয়াদ স্থলে জোয় পড়ে কিম্বা 'আছহাবোন্নার' স্থলে 'আছাহাবোলজান্নাহ' কিম্বা ইহার বিপরীত পড়ে, (তাহার হুকুম কি হইবে?) তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, তাহার এমামত জায়েজ হইবে না, আর যদি স্বেচ্ছায় এইরূপ পড়িয়া থাকে, তবে কাফের হইবে। মোল্লা আলি কারী বলেন, স্বেচ্ছায় এইরূপ পড়িলে যে কাফের হইবে, ইহাতে মতভেদ নাই।"

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, মৌলবী ছাহেবদ্বয় স্বেচ্ছায় লোককে দোয়াদ স্থলে জোয় (মাগজুবে বা জায়াীন) পড়িতে ফৎওয়া দিয়া বিনা সন্দেহে তাহাদের নামাজ নষ্ট করিতেছেন, ইহাতে কোন বিদ্বানের মতভেদ নাই।

তৃতীয়— মৌলবি ছাহেবদ্বয় যে কাজিখানের কথা নিজেদের পক্ষ সমর্থনের জন্য পেশ করিয়াছেন, উক্ত কাজিখানের ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

ولو قرأ يعوذون يعودون بالدال لا تفسد صلوته و

لوقرأ عتيد عنيد لا تفسد صلوته ☆

যদি কেহ 'ইয়াউজুনা' স্থলে 'ইয়াউদুনা' পড়ে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে না। যদি আ'তিদ স্থলে আনিদ পড়ে, তবে নামাজ বাতীল হইবে না।

আরও উক্ত কেতাবের ৭০ পৃষ্ঠায় আছে;—

بلغت বালাগাত' স্থলে بلقت 'বালাকাত' পড়িলে, اكثر 'আকছারা' স্থলে اكبر 'আকবারা' পড়িলে, فضلنا স্থলে فصلنا 'ফাছ্‌ছালনা' পড়িলে يساقون ইয়োছাকুনা স্থলে يشاقون 'ইয়োশাকুনা পড়িলে, ترتيلا তারতিলান' স্থলে ترتيبا তারতিবান পড়িলে, كرب 'কারবেন স্থলে كلب 'কালবনে' পড়িলে, يسخرون ইয়াছখারুণা' স্থলে يسحرون ইয়াছহারুণা পড়িলে لايستكبرون লাইয়াছতাক্‌বেরুণা স্থলে لايستكثرون 'লাইয়াছতাক্‌ছেরুণা পড়িলে لايجاوزونك লাইয়োজাবেরুণাকা' স্থলে لايجاورونك লাইয়োজাবেজুনাকা পড়িলে, تراقى 'তারাকিয়া স্থলে تراغى 'তারাগিয়া' পড়িলে নামাজ বাতীল হইবে না।

পাঠক, ভ্রম বশতঃ ঐরূপ অক্ষর পরিবর্ত্তন করার জন্য উপরোক্ত স্থলগুলিতে নামাজ জায়েজ হওয়ার হুকুম দেওয়া হইয়াছে, স্বেচ্ছায় এইরূপ অক্ষর পরিবর্ত্তন করা কি জায়েজ হইবে?

মৌলবি ছাহেবদ্বয় কি উপরোক্ত নজিরগুলি অনুসারে 'গাএন' স্থলে 'কাফ' 'ছে' স্থলে 'বে' 'দোয়াদ' স্থলে 'ছাদ' 'ছিন' স্থলে 'শিন' 'লাম' স্থলে 'বে' 'রে' স্থলে 'লাম' 'খে' স্থলে 'হে' 'বে' স্থলে 'ছে' 'রে' স্থলে 'জ' ও 'কাফ' স্থলে ' গাএন' পড়িতে ফৎওয়া দিবেন?

আরও মন্‌ইয়ার ১২৩ পৃষ্ঠায় আছে;—

اعوذ 'আউজো' স্থলে اعود 'আউদো' পড়িলে رب العالمين 'রাব্বোল-আলামিন' স্থলে لب العالمين 'লাব্বোল-আলামিন' পড়িলে, حتى 'হাত্তা' স্থলে عتى আত্তা পড়িলে ও لمن حمده 'লেমান হামেদাহ, স্থলে لمل حمده 'লেমাল-হামেদাহ্' পড়িলে নামাজ জায়েজ হইবে।

কবিরির ৪৫৯ পৃষ্ঠায় ও কাজিখানের ৬৮ পৃষ্ঠায় আছে,—

التحيات আত্তাহিয়াতো' স্থলে الطحيات 'তোয় অক্ষর দ্বারা 'আত্তাহিয়াতো' ও الدحيات অদ্দাহিয়াতো' পড়িলে নামাজ বাতীল হইবে না।"

পাঠক, উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি ভ্রমণকারীর পক্ষে কথিত হইয়াছে।

এক্ষণে উক্ত মৌলবি ছাহেবদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করি যে, যখন আপনারা প্রত্যেক স্থলে স্বেচ্ছায় অবাধে দোয়াদকে জোয়, সেই হিসাবে মাগজুবে, ও জাল্লীন পড়িতে ফৎওয়া দেন, তখন কি জন্য উপরোক্ত মছলা গুলির নজিরে জালকে দাল, রে'কে লাম, নুন'কে লাম বড় 'হে'কে আএন এবং 'তে'কে দাল পড়িবার ব্যবস্থা প্রচার করেন না?

আরও আউজো স্থলে আউদো, ইয়োকাব্জেবো স্থলে ইয়োকাদ্দেবো এজাবায়া স্থলে এদাযায়া, আররাহমানের রহিম স্থলে আল্লাহুমা নেল্লাহিম, নাছতায়িন স্থলে লাছ। তায়িন, তাব্বাৎ স্থলে তাব্বাদ, এবং আলহামদো স্থলে আলায়া'মদো পড়িবার ফৎওয়া কিজন্য প্রকাশ করেন না?

আপত্তি বশতঃ পীড়িতেরা বসিয়া ফরজ নামাজ পড়িলে জায়েজ হইতে পারে, তাহাই কি বিনা আপত্তি উহা জায়েজ হইবে?

ভ্রমকারির পক্ষে অক্ষর পরিবর্ত্তনেও নামাজ জায়েজ হওয়ার কথা আছে, কিন্তু বিজ্ঞ মৌলবিদ্বয় যখন ফৎওয়া দিয়া থাকেন যে স্বেচ্ছায় দোয়াদকে 'জোয়' বা জাল (মাগজুবে ও জাল্লীন) পড়া জায়েজ হইবে,

তবে কোন সময় তাঁহারা ফৎওয়া দিয়া ফেলিবেন যে, বিনা কারণে বসিয়া ও শুইয়া ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ হইবে।

চতুর্থ—কাজিখানের ৭১।৭২ পৃষ্ঠায় আছে,—

যদি কেহ فترضى ফাতারাজা فرض ফারাজা, تضليل তাজলিল, অর্থাৎ দোয়াদ স্থলে জোয় পড়ে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে।

আর যদি কেহ ظن 'জান্না' পড়িতে জোয় স্থলে দোয়াদ, ذروا 'জারু' পড়িতে জাল স্থলে জোয় কিম্বা দোয়াদ, ذرأ জারায়া' পড়িতে জাল স্থলে জোয় কিম্বা দোয়াদ পড়ে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে।

কবিরির ৪৪৯।৫০ পৃষ্ঠায় ১২টি শব্দের উল্লেখ হইয়াছে— যে সমস্ত স্থলে দোয়াদের পরিবর্ত্তে জোয় পড়িলে, নামাজ বাতীল হইয়া যায়।

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, দোয়াদ, জোয়'জা'ল ও জে এই চারিটি অক্ষরের একটিকে অন্যের সহিত পরিবর্ত্তন করিলে, কাজিখান ও কবিরির ইত্যাদি কেতাবের ফৎওয়া অনুযায়ী অনেক স্থলে নামাজ বাতীল হয়, কিন্তু যখন মৌলবি ছাহেবদ্বয় অবাধে প্রত্যেক স্থলে নিকট নিকট সুরের এক অক্ষরকে অন্য অক্ষরের সহিত পরিবর্ত্তন করিতে ফৎওয়া দিয়াছেন, তখন উপরোক্ত স্থলগুলির কি উত্তর দিবেন?

কাজিখানের ৬৯ পৃষ্ঠায় কবিরির ৪৪৯ পৃষ্ঠায়, ছগিরির ২৪৬—২৪৭ পৃষ্ঠায় ও কবিরির হাশিয়া হুলইয়ার ৪৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

و لو قرأ غير المغضوب عليهم بالظاء و الذال تفسد

صلا ته الخ ☆

"যদি কেহ জোয় বা জাল দ্বারা মাগজুবে পড়ে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে, কেননা উহা অর্থহীন শব্দ হইয়া পড়ে।"

খোলাছাতোল-ফাতাওয়া, ১।১০৬।১০৭ পৃষ্ঠা;—

قـرأ الـمغضوب بالظاء او بالذال يفسد و المغضوب

بالزاء يفسد ☆

"যদি জোয়, জাল কিম্বা জে মাগজুবে পড়ে, তবে নামাজ বাতীল হইবে।" এইরূপ ফাতাওয়ায় বোরহানার ২৬২ পৃষ্ঠায় আছে।

পাঠক, যখন উপরোক্ত কেতাবগুলির মর্ম অনুযায়ী মাগজুবে পড়িলেই জাল্লিনবাদীদিগের নামাজ বাতীল হইয়া যায়, তখন আর তাহাদিগকে জাল্লীন অবধি পৌছিতে হইবে না, ইতি পূর্ব্বেই তাহাদের নামাজ নষ্ট হইয়া যাইবে।

পঞ্চম— কাজিখান কেতাবে জোয় দ্বারা জাল্লীন পড়া জায়েজ হওয়ার দাবি করা হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে নলকেশওয়ারি ও মিস্‌রির এই দুই প্রকার ছাপাতে উহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, নলকেশওয়ারি ছাপার ৬৯ পৃষ্ঠায় আছে,—

و لو قرأ الظالمين بالذال لا تفسد ☆

"যদি জাল দ্বারা জালেমিন পড়ে, তবে নামাজ বাতীল হইবে না।" আর আলমগিরির হাশিয়ায় লিখিত মিসরি ছাপার কাজিখানের ১৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

و لو قرأ الظالمين بالطاء او بالذال لا تفسد

"যদি কেহ তোয় দ্বারা 'তালেমিন' কিম্বা জাল দ্বারা জালেমিন পড়ে, তবে (তাহার) নামাজ বাতীল হইবে না।"

এস্থলে নলকেশওয়ারি ছাপায় 'তোয়' দ্বারা 'তালেমিন পড়ার কথা

নাই অথচ মিসির ছাপাতে উক্ত কথাগুলি আছে, কিন্তু জোয় দ্বারা জাল্লীন পড়ার কথা নাই।

কলিকাতার ছাপাতে আছে,—

و لا الظالين بالظاء و الذال হইতে و لا الضالين নহে

ইহার বিবরণ পরে আসিতেছে।

ফাতাওয়ায় সেরাজিয়ার ২১ পৃষ্ঠায় আছে;—

و لو قرأ و لا الضالين بالذال او الظاء عند عامة المشائخ رحمهم اللّٰه تعالٰى تفسد وقال محمد بن سلمة لا ☆

"যদি কেহ জাল কিম্বা জোয় দ্বারা 'অলাজ্জালীন' পড়ে তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে (তাহার) নামাজ বাতীল হইবে।

মোহাম্মদ বেনে ছালমা বলিয়াছেন যে, তাহার নামাজ বাতীল হইবে না।"

পাঠক, যদি কাজিখানের এবারতের ছাপার ভূল বলিয়া জালেমিন স্থলে জাল্লীন হওয়ার স্বীকার করিয়া লই তবে নিশ্চয় উহার এইরূপ মতলব হইবে, ভ্রমবশতঃ জোয় দ্বারা জাল্লীন পড়িলে, তাহার নামাজ হইবে, কিন্তু সেরাজিয়া কেতাবের মতানুযায়ী অধিকাংশ বিদ্বানের মতে তাহার নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে।

ষষ্ঠ, কাজিখানের ৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

و لو قرأ الدالين بالدال تفسد صلٰوته ☆

"যদি কেহ দাল দ্বারা দাল্লীন পড়ে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে।"

এস্থলে ছাপার ভুল হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা, কেননা আল্লামা এবরাহিম হালাবি এই কাজিকানের এবারতকে ইহার বিপরীত উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি কবিরির ৪৪৯ পৃষ্ঠায় ও ছগিরির ২৪৬।২৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

فلنورد ماذكره قاضيخان من هذا القبيل (الى) و لا الضالين بالظاء المعجمة او الدال المهملة لا تفسد و لو قرا بالذال المعجمة تفسد ☆

"কাজিখানের বর্ণনা অনুসারে আমি কতকগুলি মছলা উল্লেখ করিতেছি, তন্মধ্যে একটি এই,—যদি কেহ জোর দ্বারা জাল্লীন পড়ে কিম্বা দাল দ্বারা দাল্লীন পড়ে তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে না। আর যদি জাল দ্বারা জাল্লীন পড়ে তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে।

আল্লামা এবনে আমিরে হাজ্জ-কবিরির হাশিয়া ছল্‌ইয়া কেতাবের ৪৫৯। ৪৬০ পৃষ্ঠায় কাজিখানের এবারত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন;—

او الدال المهملة لا تفسد الخ و لو قرأ بالذال المعجمة تفسد الخ ☆

"যদি কেহ দাল দ্বারা দাল্লীন পড়ে, তবে নামাজ বাতীল হইবে না, কেননা ইহার মর্মের মুল শব্দের নিকট নিকট। আর যদি কেহ জাল দ্বারা জাল্লীন পড়ে, তবে নামাজ ফাসেদ হইবে, কেননা এস্থলে মর্ম অতিশয় হইয়া যায়।"

মোল্লা আলিকারী জজরির টীকা, ফিকিরিয়ার ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

فى فتوٰى قاضيخان ان قرأ و لا الضالين بالظاء المعجمة او الدال المهملة لا تفسد و لو باالذال المعجمة تفسد ☆

"ফাতাওয়ায় কাজিখানে আছে, যদি জোয় দ্বারা 'অলাজ্জালীন' কিম্বা দাল দ্বারা অলাদ্দাল্লীন পড়ে, তবে নামাজ বাতীল হইবে না। আর যদি জাল দ্বারা অলাজ্জাল্লীন পড়ে, তবে নামাজ বাতীল হইবে।

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কাজিখানের মূল এবারতের দাল্লীন পড়ায় নামাজ জায়েজ হওয়ার কথা আছে, কিন্তু ছাপার দোষে উহার বিপরীত অর্থ প্রকাশ পাইতেছে।

সপ্তম, কবিরির, ৪৪৭ পৃষ্ঠায় কাজিখানের ৭২ পৃষ্ঠায় শামির ৬৫৯ পৃষ্ঠায় ফৎহোল-কদিরের ১২৯ পৃষ্ঠায় ও খোলাছাতোল-ফাতাওয়ার ১০৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

যদি অক্ষর পরিবর্ত্তন করিলে, মর্ম বিকৃত না হয় এবং সেই শব্দের তুল্য শব্দ কোরআন শরীফে থাকে তবে এইরূপ পরিবর্ত্তনে এমাম আবু হানিফা (রঃ) মোহাম্মদ (রঃ) ও আবু ইউছুফ (রঃ) এই তিন জনের মতে নামাজ জায়েজ হইবে।

আর কবিরির ৪৪৯ পৃষ্ঠায় ও হুলইয়ার ৪৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, -দাল্লীন শব্দের তুল্য শব্দ কোরআন শরিফে আছে এবং উহার মর্ম্ম প্রকৃত শব্দের মর্ম্মের নিকট নিকট;—

معنى الدالين القائلين هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفى خلق جديد ☆

"দাল্লীনের মর্ম্ম যাহারা (যে কাফেরেরা) বলিত যে, আমরা কি তোমাদিগকে এরূপ ব্যক্তির নিকট পথ প্রদর্শন করিব যিনি তোমাদিগকে

সংবাদ দিবেন যে, যে সময় তোমরা সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া যাইবে, সেই সময় অবশ্য অবশ্য তোমরা নূতন সৃজিত হইবে।" ইহা মূল শব্দের মর্মের নিকট নিকট।

পাঠক, উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা গেল যে, কেহ ভ্রমবশতঃ স্পষ্ট দাল দ্বারা দাল্লীন পড়িলে, এমাম আবু হানিফা (রঃ) মোহাম্মদ (রঃ) ও আবু ইউছুফ (রঃ) এই তিন এমামের মতে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে।

এক্ষণে পাঠক আসুন, উক্ত এমাম ত্রয়ের পরবর্ত্তী জামানার বিদ্বানগণের মতে উহাতে নামাজ জায়েজ হইবে কিনা, ইহার বিচার করা হউক।

আলমগিরির ৮৩ পৃষ্ঠায়, খোলাছাতোল-ফাতাওয়ার ১০৬ পৃষ্ঠায় ও কাজিখানের ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যদি এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পড়িয়া ফেলে, আর উহাতে শব্দের অর্থ বিকৃত না হয়, তবে (পরবর্ত্তী জামানার) সমস্ত বিদ্বানের মতে উহাতে নামাজ বাতীল হইবে না। আর যদি অর্থ বিকৃত হয়, তবে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা হইবে।

পাঠক, আপনি ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন যে, দাল্লীন শব্দের দ্বারা অর্থ বিকৃত হয় না। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, পরবর্ত্তীকালের বিদ্বানগণের মতে ভ্রমবশতঃ দাল দ্বারা দাল্লীন পড়িলে, নামাজ বাতীল হইবে না।

উপরোক্ত বিবরণে অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয় যে, কাজিখানের মূল এবারতে দাল্লীন পাঠে নামাজ বাতীল হওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু ছাপার ভুলের জন্য এস্থলে অর্থ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এই ভ্রমটি আল্লামা এবরাহিম হালাবি, আল্লামা এবনে আমিরে হাজ্জ ও মোল্লা আলি কারি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। হানাফিদিগের অন্য কোন ফেকহের কেতাবে দাল্লীন পাঠে নামাজ বাতীল হওয়ার কথা নাই, ইহাতেও কাজিখানের এবারতে ছাপার ভূল থাকা সাব্যস্ত হয়। যদি প্রতিপক্ষগণ এই ভ্রম স্বীকার না করেন, তবে আমরা বলিব, মৌলবি আমানত আলি ও মৌলবি জহুরোল

হক ছাহেবদ্বয় যে কাজিখান হইতে জোয় ও জাল দ্বারা জাল্লীন পাঠে নামাজ বাতীল হওয়ার কথা লিখিয়াছেন, উহা কাজিখানে কোথায়? বর্ত্তমানে নওয়ালকেশওয়ারি ও মিছরিছাপার উক্ত স্থলে 'জালেমিন, ظالمين শব্দ আছে, কলিকাতার ছাপাতে الظالين শব্দ আছে, জাল্লীন শব্দ নাই, এক্ষেত্রে হয় আপনারা জাল করিয়া জাল্লীন শব্দ নিজ নিজ কেতাবে লিখিয়াছেন, না হয় উহা ছাপার ভুল বলিতে বাধ্য হইবে। যদি আপনারা ছাপার ভুলই বলিয়া স্বীকার করেন, তবে মোল্লা আলিকারী, আল্লামা এবরাহিম হালাবি ও আল্লামা এবনে-আমিরে- হাজ্জ এই তিনজন মহা বিদ্বানের সাক্ষ্যে দাল্লীন পাঠে নামাজ বাতীল হওয়া কথাটি যে ছাপার ভুল তাহা কেন বিশ্বাসযোগ্য বা গ্রহণীয় হইবে না?

সপ্তম, নওয়াল কেশওয়ারি ছাপার কাজিখান ১।৭২ পৃষ্ঠা,—

وان اخطأ بذكر حرف مكان حرف و لم يختلف المعنى والتى قرأها تكون فى القران جازت صلوته عند الكل الخ ☆

যদি ভ্রমশতঃ এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর উচ্চারণ করে ও উহার অর্থ পরিবর্ত্তন না হয় এবং যাহা পড়িয়াছে উহা কোরআনে থাকে, তবে সকলের মতে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে। যেরূপ যদি (ان الظالمين স্থলে) ان المسلمون কিম্বা (ان المسلمين স্থলে) ان الظالمون পড়ে। আর যদি অর্থের পরিবর্ত্তন না হয়, কিন্তু যাহা পড়িয়াছে, তাহা কোরআনে না থাকে, তবে আবু ইউছুফ (রঃ)র মতে তাহার নামাজ নষ্ট হইবে, কিন্তু আবু হানিফা ও মোহাম্মদ (রঃ) র মতে নষ্ট হইবে না, যথা—যদি كونوا قيامين কিম্বা

অথবা ولاتذر على الارض من الكافرين دورا بالقسط স্থলে ديارا । قيامين স্থলে قوامين পড়ে (অর্থাৎ الحى القيام কিম্বা القيوم স্থলে القيام পড়ে)। আর যদি অর্থের পরিবর্ত্তন হয় এবং যাহা পড়িয়াছে উহা কোরআনে না থাকে, তবে সকলের মতে তাহার নামাজ বাতীল হইবে। যথা— فسحقا لاصحاب الشعير পড়ে (السعير স্থলে الشعير)।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন,—

و لا يميز بين حرف و حرف بخلاف ما قاله منصور العراقى و لا يعتبر تعذر الفصل بين الحرفين و لا قرب المخارج كما قاله محمد بن سلمه رح انما العبرة لاتفاق المعنى فى قول ابى حنيفة و محمد رح و لوجود المثل عند ابى يوسف رح ☆

"মনছুর ইরাকির মতের বিপরীত হইলেও উভয় অক্ষরের মধ্যে প্রভেদ করার মত গ্রহণ করা হইবে না, উভয় অক্ষরের মধ্যে প্রভেদ করা কষ্টকর হওয়ার ও মখরেজগুলির নিকট নিকট হওয়ার মত গ্রহণীয় হইবে না, যেরূপ মোহাম্মদ বেনে ছালমা (রঃ) বলিয়াছেন। আবু হানিফা ও মোহাম্মদ (রঃ)র মতে একই মর্ম্ম বিশিষ্ট হওয়ার ও আবু ইউছুফ (রঃ)র মতে উহার তুল্য শব্দ কোরআনে পাওয়ার মত গ্রহণীয় হইবে।"

কাজিখানের এই এবারতে বুঝা যায় যে, তিনি মোতায়াক্ষেরিণ

আলেমগণের মত অগ্রাহ্য স্থির করিয়াছেন।

অষ্টম, শামী কেতাবের ৬৬২ পৃষ্ঠায় আছে;—

و فيها اذا لم يكن بين الحرفين اتحاد المخرج الخ ☆

"তাতারখানিয়া কেতাবে আছে, যদি দুইটি অক্ষরের উচ্চারণ স্থল এক বা নিকট নিকট না হয়, কিন্তু সাধারণ লোকেরা একটির স্থলে অন্যটি পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, যেরূপ ছাদের স্থলে জাল ও দোয়াদের স্থলে জোয়, তবে পরবর্ত্তী জামানার কতক আলেমের মতে ইহাতে নামাজ বাতীল হইবে না। শামী প্রণেতা বলেন, কাফ্ স্থলে হামজা পড়া আমাদের জামানার সাধারণ লোকদের ভাষা হইয়াছে, তাহারা উভয় অক্ষরের মধ্যে প্রভেদ করিতে জানে না, ইহার প্রভেদ করা তাহাদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর, এইরূপ জাল ও 'জে' এই অক্ষরদ্বয়ের অবস্থা। উপরোক্ত আলেমদিগের মতে, বিশেষতঃ কাজী আবু আছেম ও ছাফ্যারের মতে উক্ত ক্ষেত্রে নামাজ বাতীল হইবে না।"

কবিরির ৪৪৮ পৃষ্ঠায় আছে, ইহা পরবর্ত্তী জামানার কোন কোন আলেমের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, এস্থলে তাঁহারা সাধারণ লোকদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন।

আরও কবিরির ৪৫২ পৃষ্ঠায় আছে;—

"যদি কেহ (আলহামদো স্থলে) আলমামদো পড়ে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে না।

মোহাম্মদ বেনে ফজল বলিয়াছেন, তুর্কীদিগের ভাষায় 'হে' অক্ষর নাই, এক্ষেত্রে, যদি কোন তুর্কী 'হে' স্থলে 'খে' পড়ে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবেনা, কেননা অতি সাধ্য সাধনা ব্যতীত তাহার পক্ষে 'হে' উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না, কাজেই ইহা তাহার ভাষা হইয়া গেল।"

বায়ানোল-জজিলে আছে,—"এই জামানায় সাধারণ লোকদের

রীতি হইয়াছে যে, তাহারা দোয়াদকে দালের সুরে পড়িয়া থাকেন।

পাঠক, শামি ও কবিরি উল্লিখিত উক্তি কতক আলেমের ফৎওয়া অনুযায়ী সপ্রমাণ হইল যে, যখন জগতের সাধারণ লোকেরা দোয়াদকে দালের সুরে পড়িয়া থাকেন, তখন এই ওমুমে বালওয়ার হিসাবে তাহাদের নামাজ বাতীল হইবে না।

মাওলানা থানাবী ছাহেব ফাতাওয়ায় এমদাদিয়ার ১।১৩৯ পৃষ্ঠায় এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

নবম, যদি বর্ত্তমান ছাপার কাজিখানের দাল্লীন পাঠে নামাজ বাতীল হওয়ার কথাটি ছহিহ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, স্পষ্ট দাল কিম্বা বাঙ্গালা 'দ' দ্বারা দাল্লীন পড়িলে, নামাজ বাতীল হওয়া উক্ত এবারতে বুঝা যায় কিন্তু আমাদের এদেশস্থ লোকেরা যে ভাবে দোয়াদ উচ্চারণ করিয়া থাকেন, উহা প্রকৃত দোয়াদের সুর না হইলেও উহার নিকট সুরে উচ্চারণ করেন, উহা কিছুতেই স্পষ্ট দালের সুরে নহে, তবে উহাতে কিজন্য নামাজ বাতীল হইবে?

কানপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ কারী মাওলানা আশরাফ আলি ছাহেব ফাতাওয়ায় আশরাফিয়ার দ্বিতীয় খণ্ডে (৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন)।

ان روایت میں تدبر کرنے سے چند امور معلوم ہوتے ہیں الخ ☆

উপরোক্ত রেওয়াএত সমূহে গাঢ় চিন্তা করিলে, কয়েকটি বিষয় অবগত হওয়া যায়। প্রথমে এই যে, যদি দুই অক্ষরকে সহজে পৃথক ভাবে উচ্চারণ করিতে পারে, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে (এক অক্ষরকে অন্যটির সহিত পরিবর্ত্তন করিলে) নামাজ বাতীল হইবে, এই হিসাবে (স্পষ্ট) দাল দ্বারা দাল্লীন পড়িলে, নামাজ বাতীল হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। আরও ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে অধিকাংশ লোক যে ভাবে উক্ত ضالين শব্দ পড়েন, উহা দাল (বা দাল্লীন) নহে, নচেৎ (উক্ত উভয় সুরের মধ্যে) সহজে পৃথক করা

সম্বব হইত। অবশ্য যদি কেহ স্পষ্ট দাল দ্বারা দাল্লীন পড়ে, তবে (উক্ত রেওয়াএত অনুযায়ী) তাহার নামাজ বাতীল হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেভাবে দোয়াদ পড়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে, যদিও (উযুক্ত ক্বারীর নিকট) অভ্যাস না করার জন্য উক্ত সুর শুদ্ধ নহে, তথাচ উহার শুদ্ধ সুর শ্রবণকারী ইহা বুঝিতে পারেন যে, এই দেশব্যাপী প্রচলিত সুর উহার প্রকৃত সুরের এত সন্নিকট যে, উভয়ের মধ্যে পৃথক করা সঙ্কট। এমন কি যে ব্যক্তিকে দোয়াদের প্রকৃত উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয় এবং পড়িয়া শুনান হয়, সে ব্যক্তি উহা উচ্চারণ করিতে করিতে কখন কখন প্রচলিত সুরে উচ্চারণ করিয়া ফেলে এবং (তখন) উভয় সুরের মধ্যে প্রভেদ করা সঙ্কট হইয়া পড়ে, এইহেতু দোয়াদের দেশব্যাপী প্রচলিত সুরকে দালের সুর গণ্য করিয়া (উহাতে) নামাজ বাতীল হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া ভ্রান্তিমূলক ও যুক্তিবিরুদ্ধ মত।"

পাঠক, দোয়াদের প্রচলিত সুর উহা প্রকৃত সুরের সন্নিকট এবং প্রচলিত সুর দালের সুর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জাল্লীনবাদিগণ উহা দালের সুর বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন, ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা কোন উপযুক্ত ক্বারীর নিকট কেরাত তত্ত্ব শিক্ষা করেন নাই, সেইহেতু জোয়ের প্রকৃত সুর না জানায় উহা 'জে' জাল বা ঐরূপ কোন অমূলক সুরে পাঠ করেন, আবার তাহারা কেরাতের কেতাবে পড়িয়া থাকেন যে, দোয়াদের সুর জোয়ের সুরের সন্নিকট, কিন্তু আরবের ক্বারীগণ বা এদেশস্থ আলেমগণ যে সুরে দোয়াদ উচ্চারণ করেন, উহা তাঁহাদের ভ্রান্তি মূলক বা নবাবিষ্কৃত জোয়ের সুরের সন্নিক বোধ হয় না, কাজেই তাঁহারা অধীর হইয়া দোয়াদের প্রচলিত সুরকে এমনকি আরবের ক্বারিদিগের উচ্চরিত সুরকে দালের সুর বলিয়া হৈ চৈ করিয়া থাকেন।

যদি তাঁহারা কোন অভিজ্ঞ কারীর নিকট কেরাততত্ত্ব শিক্ষা

করিতেন, তবে বুঝিতেন যে, জোয়ের প্রকৃত সুর দোয়াদের সুরের সন্নিকট এবং দোয়াদের প্রকৃত সুর উহার প্রচলিত সুরের সন্নিকট, কাজেই জোয়ের সুর দোয়াদের প্রচলিত সুরের সন্নিকট।

আরও তাঁহারা বুঝিতেন যে, দোয়াদের প্রচলিত সুর দালের সুর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এক্ষণে যাহারা দোয়াদ ও জোয়ের নৈকট্যভাব বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রথমেই উক্ত অক্ষর দুইটির উচ্চারণ শিক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন, তৎপরে উভয় সুরের নৈকট্যভাব বুঝিবার আশা করিবেন।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক কেরাততত্ত্ব শিক্ষা করিলে, এসমস্ত বাদ বিসম্বাদ মীমাংসা হইয়া যায়, কিন্তু বন্ধুগণ এই ফরজ ত্যাগ করায় অনর্থক কলহের সূত্রপাত করিতেছেন।

নবম, মৌলবি ছাহেবদ্বয় দোয়াদকে জোয় পড়িতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু যাহারা কেরাত-তত্ত্ব না জানেন, তাহারা যেরূপ দোয়াদের শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে জানেনা, সেইরূপ জোয়ের শুদ্ধ উচ্চারণ করিতেও জানেন না, এক্ষেত্রে তাহারা দোয়াদকে না দোয়াদের সুরে পড়িতে পারিলেন, না জোয়ের সুরে পড়িতে পারিলেন, বরং অন্য কোন অমূলোক সুরে পড়িয়া নামাজ বাতীল করিলেন কিনা, তাহা পাঠকের বিচারাধীন। আর স্বতঃসিদ্ধ যে, দোয়াদ, জোয় কিম্বা জালের প্রকৃত সুর প্রকাশ করিতে বঙ্গভাষায় কোন অক্ষর নাই, এক্ষেত্রে বন্ধুগণ বঙ্গভাষায় মাগজুবে অথবা জাল্লীন লিখিয়া কোন্ অক্ষরের সুর প্রকাশ করিলেন ইহাই পাঠকের বিচার সাপেক্ষ।

(৩) জাল্লীনবাদী আলেমগণের উক্তি;—

"আমরা দোয়াদ উচ্চারণ করিতে একান্ত অক্ষম, কাজেই দোয়াদ স্থলে, জোয়, জে ও জাল পড়িলে, কেন আমাদের নামাজ জায়েজ হইবে না?

আমাদের উত্তর;—

কবিরির, ৪৫২।৪৫৩ পৃষ্ঠায়;—

و قال صاحب المحيط والمختار للفتوى فى جنس هذه المسائل انه ان كان يجتهد اناء الليل و اطراف النهار فى التصحيح و لايقدر عليه فصلاته جائزة وان ترك جهده فصلوته فاسدة وان ترك جهده فى بعض عمره لايسعه ان يترك فى باقى عمره و لو ترك تفسد صلوته و ذكر فى فتاوى الحجة اما اذا تركوا التصحيح والجهد فسدت صلوتهم ☆

মুহিত প্রণেতা বলিয়াছেন, এই প্রকার মছলা সমূহের ফৎওয়া গ্রাহ্য মত এই যে, যদি সে ব্যক্তি (অক্ষর) শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে রাত্রি ও দিবার কতকাংশ সাধ্য-সাধনা করে এবং শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে সক্ষম না হয়, তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে। আর যদি তদ্বিষয়ের চেষ্টা ত্যাগ করে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে। আর যদি জীবনের কতকাংশ উহার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে তাহার জীবনের অবশিষ্টাংশ (উহা) ত্যাগ করা জায়েজ হইবে না। আর যদি (উহা) ত্যাগ করে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে। ফাতাওয়ায়-হোজ্জাতে উল্লিখিত হইয়াছে, যদি এইরূপ লোকেরা শুদ্ধ উচ্চারণ করার চেষ্টা ত্যাগ করে, তবে তাহাদের নামাজ বাতীল হইবে।"

কাজিখান, ৭৫ পৃষ্ঠা ও আলমগিরি ৮৩ পৃষ্ঠা—

وان كان الرجل ممن لايحسن بعض الحروف ينبغى ان يجهد ولا يعذر فى ذلك فان كان لاينطلق لسانه فى بعض الحروف ان لم يجد اية ليس فيها تلك الحروف يجوز صلوته ولايؤم غيره وان وجد اية ليس فيها تلك الحروف فقرأها جازت صلاته عند الكل وان قرأ الاية التى فيها تلك الحروف قال بعضهم لايجوز صلاته و هو الصحيح كذا فى المحيط ☆

"যদি কোন ব্যক্তি কতক অক্ষরের শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে না পারে, তবে তাহাকে সাধ্য সাধনা করা উচিত এবং উক্ত বিষয়ে তাহার অপত্তি গ্রহণীয় হইবে না। (এই চেষ্টা সত্ত্বেও) যদি কতক অক্ষর তাহার মুখে না আসে (শুদ্ধ উচ্চারণ না হয়,) আর সে ব্যক্তি এরূপ কোন আয়ত না পায় যাহাতে উক্ত অক্ষরগুলি না থাকে, তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে, কিন্তু সে ব্যক্তি অন্যের এমামত করিতে পারিবে না। আর যদি সে ব্যক্তি এরূপ কোন আয়ত পায় যাহাতে উক্ত অক্ষরগুলি নাই এবং সেই আয়তটি পাঠ করে, তবে সমস্ত বিদ্বানের মতে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে। আর যদি উক্ত আয়তটি পাঠ করে যাহাতে উক্ত অক্ষরগুলি আছে, তবে কতক বিদ্বান বলিয়াছেন যে, তাহার নামাজ জায়েজ হইবে না। মুহিত কেতাবে এই মতটি ছহিহ বলা হইয়াছে।

এইরূপ শামীর ১।৬০৮।৬০৯ পৃষ্ঠায়, ফৎহোল-কদিরের ১।১২৯ পৃষ্ঠায় ও খোলাছাতোল-ফাতাওয়ার ১১০ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত মছলা লিখিত আছে।

পাঠক, জাল্লীনবাদী আলেমগণ জানিয়া শুনিয়া ও জোয় জে বা জাল দ্বারা মাগজুবে কিম্বা জাল্লীন পড়িয়া থাকেন, এইরূপ স্বেচ্ছায় অক্ষর পরিবর্ত্তন করায় তাহাদের নামাজ যে বাতীল হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর যদি তাঁহারা উক্ত দোয়াদ অক্ষরের শুদ্ধ উচ্চারণ না জানিবার কারণে মাগজুবে ও জাল্লীন পড়েন, তবে চেষ্টা না করিবার জন্য তাঁহাদের নামাজ বাতীল হইবে। এক্ষণে তাঁহাদের পক্ষে দোয়াদকে জোয়, জে বা জালের সুরে পড়িতে ফৎওয়া না দিয়া উহার শুদ্ধ উচ্চারণ করিবার ফৎওয়া দেওয়া ওয়াজেব, নচেৎ কোরআন শরিফ তহরিক করতঃ মহা গোনাহ কার্য্যে লিপ্ত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

(৪) মৌলবি জহুরোল হক ছাহেব নিজ পুস্তকে লিখিয়াছেন, এমাম রাজি 'তফছির কবিরে'র (প্রথম খণ্ডে ৩৪।৩৫ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, আমার মনোনীত মতে দোয়াদকে জোয় অক্ষরের সুরে পড়িলে, নামাজ বাতীল হয় না, কেননা উভয় অক্ষরের মধ্যে অতিশয় মিল আছে এবং (উভয় অক্ষরের মধ্যে) প্রভেদ করা কঠিন।

আরও উক্ত তফছিরে আছে;—

"যদি (উভয় অক্ষরের মধ্যে) প্রভেদ করা অবশ্যক হইত তবে (হজরত) রছুলে-খোদা (ছাঃ) ও ছাহাবাগণের সময়, বিশেষতঃ আজমিদিগের (ভিন্ন দেশীয় ভাষীদের) ইছলামে দীক্ষিত হওয়ার সময় অবশ্য এবিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ হইত, কিন্তু নিশ্চয় যখন এবিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কোন প্রমাণ উল্লিখিত হয় নাই, তখন জানিলাম যে, উক্ত অক্ষরদ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ করা শরিয়তের ওয়াজেব কার্য্য নহে।

আমাদের উত্তর ;—

আল্লামা নজিরোল-হক 'ছবিলোছ-ছাদাদ' কেতাবে লিখিয়াছেন—

(ক) জোয় ও দোয়াদের উচ্চারণ স্থান পৃথক পৃথক এবং উক্ত অক্ষর দুইটি কতকগুলি ছেফাতে তুল্য হইলেও দোয়াদ, অক্ষরটি দীর্ঘভাবে উচ্চারিত হয়, কিন্তু জোয় অক্ষরের মধ্যে এই গুণটি নাই, এক্ষেত্রে উভয় অক্ষরের সুর এক হইতে পারে না।

(খ) কেরাতের কেতাবে লিখিত আছে;—'খে' ও জাল চারিটি ছেফাতে তুল্য, ছিন ও শীন পাঁচটি ছেফাতে সমান এবং 'খে' ও ছোট 'হে' পাঁচটি ছেফাতে সমতুল্য।

এমাম রাজি লিখিয়াছেন, দোয়াদ ও জোয় এই অক্ষর দুইটি তিনটি ছেফাতে সমান, এজন্য উভয়ের মধ্যে পৃথক করা সঙ্কট এবং উভয় অক্ষরের মধ্যে প্রভেদ করা ওয়াজেব নহে, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, উল্লিখিত কয়েকটি অক্ষর চারিটি কিম্বা পাঁচটি ছেফাতে তুল্য হওয়া সত্ত্বেও কিজন্য উহাদের মধ্যে প্রভেদ করা সঙ্কট হইল না? উক্ত অক্ষরগুলির মধ্যে প্রভেদ করা ওয়াজেব হইবে কিনা? যদি তিনটি ছেফাতে দোয়াদ ও জোয় তুল্য হওয়ার কারণে প্রথম অক্ষরটিকে দ্বিতীয়টির সুরে পড়িলে, নামাজ বাতীল না হয়, তবে উল্লিখিত কয়েকটি অক্ষরের মধ্যে একটিকে অন্যের সহিত পরিবর্ত্তন করিলে, নামাজ বাতীল হইবে কিনা?

(গ) এমাম রাজি তফছির, মন্তেক ইত্যাদির এমাম ছিলেন, কিন্তু কেরাতের এমাম ছিলেন না, কাজেই কেরাততত্ত্বে তাঁহার কথা দলীল হইতে পারে না।

ফছুলো-হেকামের টীকায় লিখিত আছে, এমাম রাজি যে, এলমের এমাম ছিলেন, সেই এলমের কোন মছলায় বিশ বৎসর যাবৎ ভ্রমপথে পতিত ছিলেন, বিশ বৎসর পরে নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া উক্ত মত ত্যাগ করিয়াছিলেন। আর তিনি যে কেরাততত্ত্বে এমাম ছিলেন না, উহাতে যে তিনি ভ্রম করিবেন, ইহা অসম্ভব নহে।

(ঘ) তিনি উক্ত স্থলে দোয়াদ ও জোয়ের নিকট নিকট সুর বিশিষ্ট হওয়ার কয়েকটি প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন, চতুর্থ প্রমাণ উল্লেখ করিতে লিখিয়াছেন, —'জোয়' উচ্চারণে স্থলে দোয়াদের, উচ্চারণ স্থলের নিকট নিকট।" কিন্তু পাঠক, ইহা যে তাঁহার ভ্রান্তিমূলক মত, ইহাতে কোন কেরাত-তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তির সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পঞ্চম প্রমাণ উল্লেখ করা কালে লিখিয়াছেন,—"দোয়াদ অক্ষর উচ্চারণ করা খাস আরবদিগের কার্য্য। হজরত বলিয়াছেন, যাহারা দোয়াদ উচ্চারণ করেন, তাহাদের মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধভাষী।"

এমাম রাজি ইহা উভয় অক্ষরের সুর নিকট নিকট হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু দোয়াদ উচ্চারণ আরবদিগের খাস কার্য্য হইলে, উভয় অক্ষরের সুর নিকট নিকট হওয়া স-প্রমাণ হয় না, তিনি এই যে পঞ্চম দলীল পেশ করিয়াছেন, ইহা দাবির সহিত খাপ খায় না।

আরও তিনি যে হাদিছটি পেশ করিয়াছেন, ইহা জাল হাদিছ, এমাম মোহাম্মদ বেনে জজরি 'কেতাবোন্নশর' নামক গ্রন্থে উহার জাল হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কাজি শওকানি, এবনে কছির ও ছিউতি বলিয়াছেন, উক্ত হাদিছটি জাল, উহার কোন ছনদ নাই। জওয়াহেরোল ওছুল কেতাবে আছে যে, জাল হাদিছ রেওয়াএত করা হারাম। মূলকথা এমাম রাজি যেরূপ কেরাতের এমাম ছিলেন না, সেইরূপ হাদিছের এমাম ছিলেন না, সেইরূপ একটি জাল কথা হাদিছ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(ঙ) কোরআন শরিফে আছে,—

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ

"উক্ত ইহুদীরা (তওরাতের) শব্দ উহার স্থান হইতে পরিবর্ত্তন করিত।"

স্বয়ং এমাম রাজি উক্ত তফছিরে খোদার কালামের শব্দ বা মর্ম্ম পরিবর্ত্তন (তহরিফ) নিষিদ্ধ হওয়ার বহু প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কোরআন শরিফে প্রত্যেক স্থলে দোয়াদকে জোয় কিম্বা জোয়কে দোয়াদ পড়িলে, অনেক স্থলে শব্দ ও মর্ম্ম পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে, কোন কোন স্থলে একটি শব্দ অন্য অর্থ শূন্য শব্দে পরিণত হইবে। এইরূপ তহরিফ করিলে, কোরআন ও হাদিছ অনুযায়ী যে মহা গোনাহ হইবে, ইহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

দোয়াদ স্থলে জোয় দ্বারা মাগজুবে পড়িলে, অর্থবিহীন শব্দে পরিণত হয়, সেইহেতু কাজিখান কেতাবে ইহাতে নামাজ বাতীল হইবার ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে।

দোয়াদ স্থলে জোয় দ্বারা 'মাজ্‌তোরের তোম' পড়িলে শব্দের মর্ম্ম পরিবর্ত্তন হওয়ায় নামাজ বাতীল হওয়ার কথা কাজিখানে আছে।

(চ) আরও এমাম রাজি শাফেয়ি মজহাবাবলম্বী ছিলেন, হানাফিগণ 'ফরুয়াত' মছলায় তাঁহার মত গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন।

হানাফিদিগের 'ফছুলে এমাদি' কেতাবে আছে;—

وسئل عمن يقرأ الظاء مكان الضاد ويقرأ كيف يشاء قال لا يجوز ☆

"এমাম ফজলি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, যে ব্যক্তি দোয়াদের স্থলে জোয় পড়ে বা যেরূপ ইচ্ছা হয়, সেইরূপ পড়ে, (তাহার হুকুম কি) তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, তাহার এমামত জায়েজ হইবে না, আর যদি সে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এইরূপ পড়ে, তবে (কোরআন তহরিফ করার জন্য) কাফের হইয়া যাইবে।"

এক্ষণে মৌলবি জহুরুল হক ছাহেব হানাফি এমামগণের মত ত্যাগ করিয়া কি একজন শাফেয়ি আলেমের মত গ্রহণ করিবেন?

উক্ত এমাম রাজি শাফেয়ি মজহাবাবলম্বী ছিলেন, তিনি উক্ত তফছিরের ১।১০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, ছুরা ফাতেহা না পড়িলে নামাজ বাতীল হইয়া যায়, আরও ১০৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, ছুরা ফাতেহার অগ্রে বিছমিল্লাহ্ পাঠ করা ওয়াজেব। আরও তিনি ১১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, বিছমিল্লাহ্ উচ্চ শব্দে পড়িতে হইবে।

এইরূপ তিনি অনেক স্থলে শাফেয়ি মজহাবের মছলা প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত মৌলবি ছাহেব উপরোক্ত মছলাগুলি মান্য করিয়া আমল করিবেন কিনা?

(ছ) আরও এমাম রাজি পারশ্যবাসী ছিলেন, আরবের শাফেয়িগণ তাঁহার দোয়াদ উচ্চারণ সংক্রান্ত ভ্রান্তিমূলক মতটি গ্রহণ করেন না কেন?

(জ) এমাম রাজি দ্বিতীয় প্রস্তাবে বুঝা যায় যে, বিনা জিজ্ঞাসাবাদে কোন জরুরী মছলা প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না, কিন্তু আমাদের উত্তর এই যে, অনেক সময় মছলা প্রকাশের বা মছলা শিক্ষার জন্য জিজ্ঞাসাবাদের আবশ্যক হয় না। ছাহাবাগণ কিম্বা ভিন্ন দেশবাসিগণ হজরত নবি (ছাঃ) এর মুখে দোয়াদ ও জোয়ের পৃথক পৃথক সুর নিজ নিজ কর্ণে শুনিয়া শিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। বরং ইহা বলিলেও চলে যে, অধিকাংশ ছাহাবার মাতৃভাষা আরবী ছিল, তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদের কোন আবশ্যক হইত না, অবশ্য ভিন্ন দেশবাসীগণ বিনা জিজ্ঞাসায় হজরত নবি (ছাঃ) ও তাহার ছাহাবিদিগের মুখে শুনিয়া শিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। আরও নামাজ, রোজা ইত্যাদি অনেক বিষয়ের আহ্কাম (ব্যবস্থা) বিনা জিজ্ঞাসায় খোদা ও রছুল (আঃ) কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষেত্রে কি এমাম রাজির প্রস্তাবানুসারে উক্ত আহকাম সপ্রমাণ ও গ্রহণীয় হইবে না?

(ঝ) অবশেষে এমাম রাজি দাবি করিয়াছেন যে, ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, দোয়াদ ও জোয়ের মধ্যে পৃথক করা শরিয়তের ওয়াজেবী কর্ম নহে, ইহা এমাম রাজির মনোক্তি বা কেয়াছি মত কোরআন হাদিছ ও এজমার বিরুদ্ধে এই কেয়াছি মত কিরূপে গ্রাহ্য হইবে?

কোরআন শরিফের ছুরা মোজ্জাম্মেলে আছে;—

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ○

"কোরআনকে তরতিল সহ পাঠ কর।"

তফছিরে রুহোল-বায়ান, ৪।৪৭৮ পৃষ্ঠা;—

কোরআন শরিফ ধীরে ধীরে, অক্ষরগুলি স্পষ্ট করিয়া ও জের, জবর, পেশ প্রকাশ করিয়া পড়াকে তরতিল বলে। হজরত নবি (ছাঃ) কোরআন শরিফ যেরূপ নাজেল করা হইয়াছিল, সেইরূপ তজবিদ সহ পাঠ করিতেন। অক্ষরগুলি উচ্চারণ স্থল হইতে বাহির করিয়া ও তৎসমস্তের ছেফাত সহ আদায় করিয়া শব্দগুলি সুন্দর ভাবে পাঠ করাকে তজবিদ বলা হয়।

তফছির আজিজি, (পারায় তাবারোক), ১৭৯ পৃষ্ঠা ও ফাতাওয়ায়-আজিজি, ১।১৫১ পৃষ্ঠা;

তরতিলের আভিধানিক মর্ম্ম স্পষ্টভাবে পাঠ করা, শরিয়তে কোরআন পড়িতে পূর্ণ তরতিল করিতে গেলে, কয়েকটি বিষয় জরুরী হইয়া থাকে, প্রথম অক্ষরগুলি শুদ্ধ উচ্চারণ করা যেন দোয়াদ স্থলে জোয় ও তোয় স্থলে 'তে' বাহির না হয়।

মাজালেছোল আবরার, ২৭৭পৃষ্ঠা;—

"নামাজের একটি রোকন (ফরজ) কোরআন পাঠ করা যাহা সমধিক শুদ্ধ ভাষায় নাজিল করা হইয়াছে, কাজেই সমধিক শুদ্ধ ভাষায় কোরআন পাঠ করা জরুরী। ইহা 'তজবিদ' ব্যতীত সম্ভব হইতে পারে না, এ সূত্রে তজবিদের উপর আমল করা একান্ত ফরজ হইল, কেননা আল্লাহতায়ালা কোরআন শরিফ তজবিদ সহ নাজিল করিয়াছেন, কেননা খোদাতায়ালা বলিয়াছেন;—

وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا

এই আয়তের তরতিলের অর্থ তজবিদ, হজরত আলি (রাঃ) এই আয়ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় বলিয়াছিলেন, অক্ষরগুলির তজ্‌বিদ (শুদ্ধ উচ্চারণ) ও অক্‌ফগুলি অবগত হওয়াকে তরতিল বলা হয়।

যখন তজ্‌বিদ ফরজ সপ্রমাণ হইল, তখন উহার বিপরীত পাঠ করা হারাম হইল, কেননা কোরআন শরিফ, শব্দ শুদ্ধ ও মর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হওয়ার জন্য মো'জেজা (অতুলনীয়) হইয়াছে, এক্ষণে কোরআন শরিফ শুদ্ধ পড়িলে, উহা তজবিদসহ পড়া হয়। আর শুদ্ধ না পড়িলে, 'লাহিন' হইবে, লাহিনের অর্থ ভূল, ইহা দুই প্রকার, প্রথম স্পষ্ট ভ্রম, শব্দের ভূল ও স্থলও বিশেষে মর্মের পরিবর্ত্তনকে স্পষ্ট ভ্রম বলা হয় ইহাতে নামাজ বাতীল হইয়া যায়। ইহা কখন জের, জবর পরিবর্ত্তন করায় কখন, অক্ষর কম বেশী করায় এবং একটি অক্ষরকে অন্য অক্ষরের সহিত পরিবর্ত্তন করায় হইয়া থাকে।"

আর উহার ২৭৮ পৃষ্ঠায় আছে—

"কোরআন বিশুদ্ধ আরবদিগের ভাষায় নাজিল করা হইয়াছে, কাজেই অক্ষরগুলির উচ্চারণ স্থল হইতে বাহির করিতে ও সেফাতগুলির প্রতি লক্ষ্য করিতে উক্ত আরবদিগের ভাষার নিয়ম কানুন মান্য করা নিতান্ত আবশ্যক। যদি কারী উহার প্রতি লক্ষ্য না করে, তবে সে ব্যক্তি আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় কোরআন পড়িল, এই ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে কারী হইলেও প্রকৃতপক্ষে কারী নহে বরং বিদ্রূপকারীর মধ্যে গণ্য হইবে। তাহার কোরআন পাঠ অপেক্ষা না পড়াই ভাল।

এমাম এবনে জাওজি 'নশর' নামক কেতাবে লিখিয়াছেন, নিশ্চয় উম্মতেরা যেরূপ কোরআন শরিফের মর্ম্ম বুঝিতে এবং তৎপ্রতি আমল করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইরূপ উহার শব্দগুলি শুদ্ধরূপে পাঠ করিতে এবং উহার অক্ষর উক্ত নিয়মে যাহা কেরাতের এমামগণ পুরুষ পরম্পরায় ধারাবাহিক হজরত নবি (ছাঃ) কর্ত্তৃক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, পাঠ করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। উহার খেলাফ করা জায়েজ নহে।

তফছিরে রুহোল-বয়ান, ৪।৪৬৯ পৃষ্ঠা—

رب قارئ للقران و القران يعلنه الخ ☆

"অনেক কোরআনের কারী আছে যাহাদের উপর কোরআন লানত (অভিসম্পাত) করে। যে ব্যক্তি উহার শব্দ বা মর্মের ব্যতিক্রম ঘটায় বা আমলে ত্রুটি করে, তাহার সম্বন্ধে ইহা কথিত আছে। (কোরআনের) এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পরিবর্ত্তন করিলে কিম্বা জের, জবর পরিবর্ত্তন করিলে, শব্দ এবং মর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।"

মেশকাত, ১৯১ পৃষ্ঠা—

اقرؤا القران بلحون العرب واصواتها ☆

"(হজরত বলিয়াছেন) তোমরা আরবদিগের এলহান ও সুরে কোরআন পাঠ কর।"

কাজী এয়াজ 'শেফা' কেতাবের ২।২৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

قد اجمع المسلمون على ان من نقص من القران حرفا قاصد بذلك او بدله بحرف آخر مكانه او زاد فيه حرفا آخر مما لم يشمل عليه المصحف الذى وقع الاجماع عليه و اجمع على اذليس من القران عامدا لكل ذلك انه كافر ☆

"মুছলামনদিগের এজমা (এক মত) হইয়াছে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোরআন শরিফের একটি অক্ষর কম বা পরিবর্ত্তন করিবে কিম্বা যে কোরআন শরিফের উপর এজমা হইয়াছে, উহার এরূপ একটি অক্ষর স্বেচ্ছায়

বেশী করে যাহার কোরআন ভুক্ত না হওয়ার প্রতি এজমা হইয়াছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় কাফের হইবে।

এক্ষণে কোরআন হাদিছ ও এজমা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, কোরআন পড়িতে আরবী অক্ষরগুলির, বিশেষতঃ দোয়াদ ও জোয়ের পৃথক পৃথক উচ্চারণ করা ওয়াজেব এবং ইহাতে এমাম রাজির কেয়াছি মত বাতীল হইয়া গেল।

আলমগিরি, ৮৩ পৃষ্ঠা ও মাজালেছোল আববার, ২৭৮ পৃষ্ঠা—

و من لا يحسن بعض الحروف ينبغي ان يجهد و لا يعذر في ذلك ☆

" যে ব্যক্তি কোন অক্ষর সুদ্ধ উচ্চারণ করিতে না জানে, তাহার পক্ষে (শুদ্ধ উচ্চারণে) চেষ্টা করা আবশ্যক এবং যদি ইহার চেষ্টা না করে, তবে তাহার ওজোর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।"

এক্ষণে মৌলবি জহুরুল হক সাহেব কোরআন, হাদিছ এজমা ও হানাফিদিগের মত ত্যাগ করিয়া এমাম রাজির ভ্রান্তিমূলক মত গ্রহণ করিবেন কি?

(৫) প্রশ্ন;—

মৌলবি জহুরুল হক সাহেব নিজ পুস্তকে লিখিয়াছেন, তফসিরে বয়জবির পরটীকায় (হাসিয়ায়) লিখিত আছে, আরব ভিন্ন, অন্য দেশীয় লোক নূতন ইছলামে দোয়াদ ও জোয়ের মধ্যে প্রভেদ করিতে জানিতেন না, উভয়কে এক প্রকার পাঠ করিতেন।

আমাদের উত্তর —এস্থলে মৌলবি সাহেব পরটীকার এবারাতের অগ্রপশ্চাতের কতকাংশ ছাড়িয়া দিয়া আশ্চর্য্যজনক কারিগিরি করিয়াছেন, এক্ষণে পাঠক মূল মর্ম্ম শ্রবণ করুন।

কোরআন শরিফের (৩০ শ পারার) সুরা তকবিরে আছে;—

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ

"তিনি গুপ্ত বিষয়ের উপর কৃপণ নহেন।" অর্থাৎ হজরত নবি (ছাঃ) যে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান কোরআন শরিফে নিহিত আছে, তাহা প্রকাশ করিতে কৃপণতা বা ত্রুটি করেন নাই। ইহা নাফে, আছেম, হামজা ও এবনে আমেরের কেরাতে আছে এবং সমস্ত কোরআন শরিফে আছে।

আবুওবায়দার, মনোনীত কেরাতে আছে,—

وما هو على الغيب بظنين

"এবং তিনি গুপ্ত বিষয়ের দোষান্বিত নহেন।" অর্থাৎ হজরত অতি বিশ্বাস ভাজন ছিলেন, তাঁহার উপর যে কোরআন শরিফ নাজিল হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অপবাদের সন্দেহ হইতে পারে না।

তফছিরে রুহোল বায়ানের ৪।৫৯৭ পৃষ্ঠায় আছে,—

"হজরত এবনে মছউদের লিখিত কোরআনে দ্বিতীয় কেরাত অনুযায়ী بظنين জোয় দ্বারা 'জনিন' শব্দ লেখা ছিল, হজরত ওবাই সাহাবার লিখিত কোরআনে بضنين দোয়াদ অক্ষর দ্বারা উক্ত শব্দ লিখিত ছিল, হজরত রসুল (ছাঃ) উভয় প্রকার কেরাত পাঠ করিতেন, এস্থলে কাজি বয়জবি লিখিয়াছেন, দোয়াদ অক্ষরটি জিহ্বার পার্শ্বের মূলদেশ এবং তৎসংলগ্ন দন্তগুলি হইতে উচ্চারিত হয়, আর জোয় জিহ্বার অগ্রভাগে ও উপরিস্থ দন্তমূল হইতে উচ্চারিত হয়। তিনি এস্থলে উভয় উচ্চারণ স্থল বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার হাসিয়ায় লিখিত আছে;—

بين مخرجهما اشارة الى ان بينهما بونا بعيدا والباعث على هذه الاشارة ان اكثر الناس خصوصا العجم كانوا فى الزمان الاول لايعلمون الفرق بينهما لقلة انتشار العلوم وعدم تدوين الكتب فى هذا الفن فنبه بهذا ان لا يتوهم ان القرأتان واحدة ☆

কাজী বয়জবি উভয় অক্ষরের উচ্চারণ স্থল বর্ণনা করিয়া ইশারা করিয়াছেন যে, দোয়াদ ও জোয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। এই ইশারা করার কারণ এই যে, অনেক লোক, বিশেষতঃ আজমিরা (ভিন্ন দেশবাসীরা) নূতন ইছলামে এলম্ সমূহ কম প্রকাশ হওয়ার এবং এই কেরাতের কেতাব সমূহ লিখিত না হওয়ার কারণে দোয়াদ ও জোয়ের পার্থক্য ভাব জানিতেন না, কাজেই তিনি এতদ্বারা সাবধান করিতেছেন যে, কেহ যেন ধারণা না করে যে, উভয় কেরাত এক (বা উভয় অক্ষরের সুর এক)।

তফছিরে আজিজি (পারায় আ'ম), ৯১ পৃষ্ঠা,—

"দোয়াদ ও জোয়ের মধ্যে প্রভেদ করা সুকঠিন, এদেশের অধিকাংশ কোরআন পাঠকারি উভয়টি একই ভাবে উচ্চারণ করেন, দোয়াদ স্থলে দোয়াদ হয় না, জোয় স্থলে জোয় হয় না, এই উভয় অক্ষরের পৃথক পৃথক উচ্চারণ স্থল অবগত হওয়া কোরআনের কারীর পক্ষে ওয়াজেব।"

তফছির রুহোল বায়ান, ৪।৫৯৭ পৃষ্ঠা;—

"কারীকে দোয়াদ ও জোয়ের পৃথক পৃথক উচ্চারণ স্থল শিক্ষা করা ওয়াজেব। যদি কেহ এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পড়ে, দোয়াদ

স্থলে জোয় বা ইহার বিপরীত পড়ে তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে তাহার নামাজ বাতীল হইবে, ইহা মুহিত বোরহানিতে আছে। খোলাছা কেতাবে আছে যে, এমাম আবু হানিফা (রঃ) ও মোহাম্মদ (রঃ) মতে ইহাতে নামাজ বাতীল হইবে।"

পাঠক, উপরোক্ত বিবরণে মৌলবি ছাহেবের সত্য গোপন করার কথা সকলেই বুঝিতে পারিলেন।

(৬) প্রশ্ন —

মৌলবি আমানত আলি ছাহেব দাল্লীন ও জাল্লীন পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, শেখ জামাল 'রেয়ায়া' কেতাবে লিখিয়াছেন যে, দোয়াদ স্থলে জোয় পড়া আরবের নিয়ম। মৌঃ জহুরলু হক ছাহেব লিখিয়াছেন, তম্বিহ পুস্তকে আছে, কোন কোন আরব প্রত্যেক অবস্থায় নিজেদের সমস্ত কথায় দোয়াদকে জোয় পড়িয়া থাকেন, ইহা যুক্তি সঙ্গত মত এবং সাধারণের পক্ষে সুবিধা জনক ব্যবস্থা;—

আমাদের উত্তর;—

আরবের সমস্ত আলেম ও কারী, বরং অধিকাংশ লোক দোয়াদ ও জোয় এই অক্ষর দুইটি পৃথক পৃথক সুরে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, কোরআন শরিফ যে কোরাএশ, হোজাএল, হওয়াজেন, ছোকাএফ, তাই, ইমন, বেনিতমিম ইত্যাদি আরবদিগের ভাষায় নাজিল হইয়াছে, তাহা অতি শুদ্ধ (ফসিহ), সেই ফসিহ (শুদ্ধ) ভাষায় কোরআন পড়া ওয়াজেব, ইহা ইতিপূর্ব্বে মাজালেছোল আবরার হইতে সপ্রমাণ করা হইয়াছে। উক্ত আরবগণ কখনও দোয়াদ অক্ষরকে জোয়ের সুরে পড়েন না। অবশ্য যে আরবদিগের ভাষায় কোরআন নাজিল হয় নাই ও যাহাদের সংখ্যা অতি অল্প, তাহারা দোয়াদ উচ্চারণ করিতে পারেন না, এই হেতু উহাকে জোয়ের সুর পড়িয়া থাকেন।

রেজি শাফিয়া'র টীকায় লিখিয়াছেন—

قوله والضاد الضعيفة قال السيرانى انها لغة قوم ليس فى لغتهم ضاد فاذا احتاجوا الى التكلم بها فى العربية اعتاصت عليهم فربما اخرجواها ظاء و ربما تكلفوا فلم يتأت لهم فخرجت بين الضاد والظاء ☆

এবনে হাজেব দোয়াদ জইফার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ছয়রফি বলিয়াছেন, যে শ্রেণীর লোকের ভাষায় দোয়াদ নাই, আরবিতে তাহাদের দোয়াদ উচ্চারণ করার আবশ্যক হইলে, তাহাদের পক্ষে উহা অসাধ্য হইয়া পড়ে, সেই হেতু তাহারা অনেক সময় উহা জোয়ের সুরে পড়িয়া ফেলেন এবং অনেক সময় সাধ্য সাধনা করিয়াও অক্ষম ও অকৃতকার্য্য হইয়া উহা দোয়াদ ও জোয়ের মধ্যবর্ত্তী সুরে পড়িয়া ফেলেন। (ইহাকে দোয়াদ জইফ বলা হয়।)

আল্লামা জমখ্‌শরি 'মোফাছ্‌ছাল' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

و الضاد الضعيفة و هو التى تقرب بالظاء او الذال ☆

"দোয়াদকে জোয় কিম্বা জালের নিকট নিকট সুরে পড়িলে, উহাকে দোয়াদে জইফ বলা হয়।"

শাফিয়ার টীকা নেজামিয়া ও কেফায়াতে আছে;—

الضاد الضعفت اى التى بين الضاد الظاء ☆

"দোয়াদকে দোয়াদ ও জোয়ের মধ্যবর্ত্তী সুরে পড়িলে দোয়াদ জইফ বলা হয়।"

এবনে হাজের 'শাফিয়া'র ১৪৮ পৃষ্ঠায় ও জমখ্শরি 'মোফাছ্ছালে' লিখিয়াছেন—

والضاد الضعيفة فمستهجنة

"দোয়াদ জইফা অতি ঘৃণিত (দোষণীয়) কার্য্য।"

পাঠক! উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা গেল যে, একদল পর্ব্বত বন বা প্রান্তরবাসী আরব শত চেষ্টা করিয়াও দোয়াদ পড়িতে পারে না, দোয়াদ পড়িতে গেলেই তাহাদের মুখে জোয় বাহির হইয়া পড়ে, এরূপ অক্ষম ব্যক্তিদিগের আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে। তাহাই বলিয়া কি সমস্ত জগদ্বাসীকে যে বিশুদ্ধ আরবদিগের ভাষায় কোরআন নাজিল হইয়াছে, তাহাদের শত শত আলেম ও ক্বারীগণের দোয়াদ উচ্চারণের নিয়ম ত্যাগ করিয়া উক্ত অক্ষম ব্যক্তিদিগের নিয়মানুযায়ী যাহাদের ভাষায় কোরআন নাজিল হয় নাই, দোয়াদকে জোয়ের সুরে পড়া জায়েজ হইবে? কখনই না।

আরবের অশিক্ষিত ও বাজারি লোক 'ছে' অক্ষরকে 'তে' 'ছালাছা' কে তালাতা' পড়িয়া থাকে, এক্ষেত্রে বন্ধু মৌলবি ছাহেব তাহাদের অনুসরণ করিয়া কি জন্য 'ছে' কে 'তে' এবং 'নাফফছাতে' স্থলে 'নাফাফাতাতে পড়িতে ফৎওয়া দেন না? কোরাণ পড়িতে আরবের কারী ও আলেমগণের মত ধর্ত্তব্য হইবে।

লেখক যে 'রেয়ায়া' কেতাবের এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতেই আছে;—

لابد للقارى من التحفظ بلفظ الضاد حيث و قعت و

متى فرط فى ذلك اتى بلفظ الظاء او الذال ☆

"দোয়াদ অক্ষর যে স্থানে ব্যবহৃত হউক না কেন, 'কারী'র পক্ষে উহার উচ্চারণে সতর্কতা অবলম্বন করা ওয়াজেব, যখন ইহাতে ত্রুটি

করিবে, জোয় কিম্বা জাল পড়িয়া ফেলিবে।' ইহাতে বুঝা যায় যে, দোয়াদকে উহার নিজ সুরে পড়া ওয়াজেব এবং উহাকে জোয় কিম্বা জালের সুরে পড়া দোষণীয় কার্য্য।

যে আরবদিগের ভাষায় কোরাণ নাজিল হইয়াছে, যদি দোয়াদকে জোয়ের সুরে পড়া তাহাদের নিয়ম হইত, তবে নিজেই রেয়ায়া উল্লিখিত মত প্রকাশ করিলেন কেন?

দ্বিতীয় রেয়ায়া কেতাবে দোয়াদকে জোয়ের সুরে পড়ার কথা লিখিত আছে, পক্ষান্তরে তস্বিহ পুস্তকে উহা কতক আরবের নিয়ম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এইরূপ বিপরীত মতদ্বয়ের মধ্যে কোনটি সত্য হইবে?

(৭) প্রশ্ন— মৌলবি জহুরুল হক ছাহেব 'রেয়ায়া' কেতাব হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'দোয়াদ' জোয় ও জাল এই তিনটি অক্ষর শুনিতে এক প্রকার বোধ হয়।

উক্ত মৌলবি ছাহেব নিজ পুস্তকে এবং মৌলবি আমানত আলি ছাহেব 'রেসালায় দাল্লীন' নামক কেতাবে লিখিয়াছেন যে, বহু কেতাবে লিখিত আছে যে, দোয়াদ অক্ষরটি কয়েকটি ছেফাতে (গুণে) জোয়ের তুল্য।

আমাদের উত্তর;—

উপরোক্ত কেতাবগুলির মর্ম্ম এই যে, দোয়াদ ও জোয় কয়েকটি (গুণে) সমান, তাহাই উভয়ের সুর নিকট নিকট বোধ হয়, কিন্তু ইহাতে উভয়ের সুর এক হওয়া সাব্যস্ত হয় না, এইরূপ দোয়াদ ও জাল কয়েকটি সেফাতে সমান। যদি তিনটি অক্ষরের সুর এক হয়, তবে কিজন্য তিনটি পৃথক পৃথক অক্ষর হইল?

কতকগুলি অক্ষর এক স্থান হইতে উচ্চারিত হয় এবং কয়েকটি সেফাতে তুল্য, যথা—তোয় ও দাল উক্ত অক্ষর দুইটি পাঁচটি সেফাতে সমান।

আর কতকগুলি অক্ষরের, উচ্চারণ স্থান এক কিন্তু উহাদের সেফাত পৃথক, যথা তোয় ও 'তে' উক্ত অক্ষরদ্বয় অনেক সেফাতে পৃথক পৃথক।

কতকগুলি শব্দের উচ্চরণ স্থান পৃথক, কিন্তু উক্ত অক্ষরগুলি কয়েকটি সেফাতে সমান, যথা, দোয়াদ ও জোয়, একটি সেফাত ভিন্ন সমস্ত সেফাতে সমান, কাফ ও 'তে' এই দুইটি অক্ষর সমস্ত সেফাতে সমান, ছিনও শিন, পাঁচটি সেফাতে সমান খে ও ছোট হে, পাঁচটি সেফাতে সমান এবং খে ও জাল পাঁচটি সেফাতে সমান।

জাজরির, টীকা,

قال الرماني وغيره لو لا اطباق لصارت الطاء دالا

لانه ليس بينهما فرق الا الاطباق ☆

"রোম্মানি প্রভৃতি বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, তোয় অক্ষরটি এৎবাক ভিন্ন সমস্ত সেফাতে দালের সমান, যদি এই এৎবাক' সেফাতটি না হইত, তবে তোয় দাল হইয়া যাইত।" এই অক্ষর দুইটি এক স্থান হইতে উচ্চারিত হইয়াও এবং একটি ভিন্ন সমস্ত সেফাতে সমান হইয়াও পৃথক পৃথক সুরের হইল। তে ও তোয় পৃথক পৃথক, সেফাত বিশিষ্ট হইয়াও নিকট নিকট সুরের হইল। তৎপরে ছোট কাফ ও তে, ছিন ও শিন, 'খে ও ছোট হে, এবং 'খে' ও জাল পৃথক পৃথক স্থান হইতে উচ্চারিত হয়, কিন্তু অনেকগুলি সেফাতে সমান, ইহা সত্ত্বেও পৃথক পৃথক হইল। এইরূপে দোয়াদ ও জোয় পৃথক পৃথক স্থান হইতে উচ্চারিত হয়, কিন্তু কয়েকটি সেফাতে সমান। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যখন তোয় ও দাল ইত্যাদি অক্ষরের উচ্চারণ, স্থান এক ও সেফাত সমতুল্য হইয়াও একসুর বিশিষ্ট হইল না, তখন পৃথক মাখরেজ (উচ্চারণ স্থান) বিশিষ্ট ও তুল্য সেফাতের অক্ষর গুলি (দোয়াদ ও জোয়) কি জন্য এক সুর বিশিষ্ট হইবে? যদি হয়, তবে ছোট কাফ ও 'তে' 'খে' ও ছোট 'হে' এবং 'খে' ও জালের একই সুর হইত।

زيد كالاسد এই প্রবচনটির অর্থঃ "জায়েদ (একজন লোক) ব্যাঘ্রের তুল্য।" অর্থাৎ বল বিক্রমে ব্যাঘ্রের তুল্য, ইহাতে মানব বংশোদ্ভব জায়েদ ব্যাঘ্র হইতে পারে না, এইরূপ দোয়াদ কয়েকটি ছেফাতে জোয়ের তুল্য হইলে, উভয়ের সুর এক হইতে পারে না তফসিরে আজিজিতে আছে,—

"উভয় অক্ষরের পৃথক পৃথক উচ্চারণ শিক্ষা করা কারির পক্ষে ওয়াজেব।"

এহইয়াওল উলুমের ১।১১২ পৃষ্ঠায় আছে—

و يجتهد فى الفرق بين الضاد و الظاء

"দোয়াদ ও জোয়ের মধ্যে পৃথক করিতে কঠোর পরিশ্রম করিবে।"

জজরিয়াতে আছে—

والضاد باستطالة ومخرج ـ مميز ـ عن الظاء و كلها يجى ☆

"দোয়াদ এবং জোয় এই অক্ষরদ্বয়ের পৃথক উচ্চারণ কর, যেহেতু দোয়াদ অক্ষরটি দীর্ঘভাবে উচ্চারিত হয়, (আর জোয়টিতে এই সেফাত নাই), (উভয়ের) উচ্চারণস্থল পৃথক পৃথক।"

নশর কেতাবে আছে—

فليحذر مد قلبه الظاء فليعمل الرياضة ☆

"দোয়াদ জোয়ের সুরে মিশিয়া না যায় এজন্য সাবধানতা অবলম্বন করিবে এবং (এজন্য) কঠোর পরিশ্রম করিবে।"

'তকয়িদ' কেতাবে আছে—

وتصحيح لفظ الضاد و تجريده مما لا بد للقارى منه و لا غنى له عنه ☆

দোয়াদ অক্ষরটির শুদ্ধ উচ্চারণ এবং উহার উচ্চারণ স্থল হইতে বাহির করা কারির পক্ষে নিতান্ত দরকারী (ওয়াজেব) এবং ইহা হইতে নিশ্চেষ্ট হওয়া জায়েজ নহে।"

কাওয়াএদোল- কোরআন ও নেহায়াতোল-বায়ানে আছে—

ضاد دشوار ترین حروف بر زبان است بایدکه

نیک رعایت کند تامشابه ظاء یا زاء نشود ☆

দোয়াদ উচ্চারণে সমস্ত অক্ষর অপেক্ষা সমধিক কঠিন (উহার) উচ্চারণের প্রতি) বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, যেন উহা জোয় কিম্বা জে না হইয়া যায়।

মকছুদোল-কারিতে আছে—

"কোরআন শরিফে তজবিদসহ পাঠ করা এবং উহা শিক্ষা করা আয়নি ফরজ, তজবিদের অর্থ অক্ষরগুলিকে উহার উচ্চারণ স্থল হইতে বাহির করা। যে ব্যক্তি কোরআন পড়িতে চাহে, তাহার পক্ষে ইহা লাজেম, কেননা (কোরআন) তজবিদসহ নাজিল হইয়াছে, বিশ্বাস ভাজন শিক্ষকগণের পরম্পরায় হজরত নবি (ছাঃ) হইতে এইরূপ তজবিদসহ কোরআন পাঠের নিয়ম আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে, ইহার ত্যাগকারী গোনাহগার হইবে।"

আহছানোল-আমালে আছে—

ছিন, ছে ,তে, তোয়, আএন, হে, জে, জাল, জোয়, ও দোয়াদকে এই অক্ষরগুলির পৃথক উচ্চারণ শিক্ষা করা জরুরী (ওয়াজেব)।

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবি ছাহেবের মজমুয়া ফাতাওয়াতে আছে,-"দোয়াদ অক্ষরের উচ্চারণ স্থল অন্যান্য উচ্চারণ স্থলগুলি হইতে পৃথক উহাকে উহার নিজ উচ্চারণ স্থল হইতে বাহির করিতে হইবে।

পাঠক, যদি উক্ত অক্ষরদ্বয়ের সুর এক হয়, তবে ক্বারি বিদ্বানগণ কিজন্য উভয়ের পৃথক উচ্চারণ করিতে তাকিদ করিলেন? আরও উভয়

অক্ষরের সুর এক হইলে, কাজিখানের ফতওয়া অনুযায়ী কি জন্য জোয় দ্বারা মাগজুবে পড়িলে, নামাজ বাতীল হইয়া যায়?

মূল কথা এই যে, ভিন্ন ছেফাত বিশিষ্ট অক্ষরের সুর নিকট নিকট হইতে পারে, যথা-তে ও তোয়, আর তুল্য ছেফাত বিশিষ্ট হইয়া ও পৃথক সুর বিশিষ্ট হইতে পারে যথা—তোয় ও দাল, তাহা হইলে দোয়াদ ও জোয় তুল্য ছেফাত, বিশিষ্ট হইয়াও পৃথক সুর বিশিষ্ট হইতে পারে।

(৮) প্রশ্ন ;—

মৌলবি আমানত আলী ছাহেব রেছালায় দাল্লীন ও জাল্লীনে লিখিয়াছেন, সকলেই ফরজ কাজি, হজুর হজরত ও রমজান ইত্যাদি স্থলে দোয়াদকে জোয় পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে কি জন্য জোয় দ্বারা মাগজুবে ও জাল্লীন পড়া হয় না?

উত্তর ঃ—বঙ্গবাসী কিম্বা হিন্দুস্থানী লোক উপরোক্ত শব্দগুলি কোরআন ভিন্ন আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু কিম্বা বঙ্গ ভাষায় ব্যবহার করিতে দোয়াদ অক্ষরকে "জে" (বর্গীয় জ) অক্ষরের তুল্য পড়িয়া থাকেন, কিন্তু বিশুদ্ধ আরববাসিগণ দোয়াদকে উহার নিজ সুরে উচ্চারণ করেন, কখনও জোয় জাল ও 'জের' এর সুরে পড়ে না। আর কোরআন শরিফ খাঁটি আরবদিগের ভাষায় নাজিল হইয়াছে, এক্ষণে যদিও বঙ্গবাসী ও হিন্দুস্থানিগণ তাঁহাদের মাতৃভাষায় দোয়াদকে 'জে' পড়িয়া থাকেন, তথাচ কোরআন পড়িতে গেলে যে ভাষায় কোরআন নাজিল হইয়াছে, উহার নিয়ম ত্যাগ করিয়া কি উহাকে বঙ্গবাসী ও হিন্দুস্থানিদের মনোক্তি সুরে পড়িতে হইবে?

ইংরাজিতে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ইত্যাদি বলা হয়, কিন্তু উর্দ্দু ভাষায় সেপ্টেম্বর, অক্টোবর বলা হয় না। এইরূপ আরবীতে মোছলেম বলা হয়, কিন্তু বঙ্গভাষায় মোসলেম বলা হয়। এক্ষেত্রে ইংরাজিতে ও আরবীতে কি সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও মোসলেম বলিতে হইবে?

এইরূপ আরবীতে সিজ্জিল, লেজাম ও ফিল বলা হয়, কিন্তু ফার্সীতে ছাঙ্গ গেল লেগাম ও পিল বলা হয়, এক্ষণে আরবী ধারণে পড়িতে গেলে, কি ছাঙ্গগেল লেগাম ও পিল বলিতে হইবে?

আরবী ভাষায় গাফ (গ) অক্ষরটি নাই, আরবগণ গাফ সংযুক্ত কোন ফার্সী শব্দ আরবি ধরণে ব্যবহার করিতে গেলে, অগত্যা উহাকে জিমের সহিত পরিবর্ত্তন করেন, সেইরূপ দোয়াদ, জোয় ও জালের সুর প্রকাশ করিতে বঙ্গ-বর্ণমালায় কোন অক্ষর না থাকায় বঙ্গবাসীগণ কোরআন ভিন্ন কোন আরবী এবারত পড়িতে উহাকে বর্গীয় "জ" এর সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, যাহা আরবী 'জে' অক্ষরের সুরের কতকটা সন্নিকট। এক্ষণে বন্ধু মৌলবি ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে তাহাদের জোয় পড়া সাব্যস্ত হয় না, বরং জে পড়া সাব্যস্ত হইলেও হইতে পারে, এসূত্রে আপনি খাঁটি আরবদিগের ভাষায় নিয়ম বিরুদ্ধ বঙ্গবাসীদের অনুসরণে জে অক্ষর দ্বারা মাগজুবে ও জাল্লীন পড়িতে কিজন্য ফৎওয়া দেন না?

(৯) প্রশ্ন—জাল্লীনবাদীরা বলিয়া থাকেন, মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব ফৎওয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে জোয়, জাল ও জে দ্বারা মাগজুবে ও জাল্লীন পড়িতে ফৎওয়া দিয়াছেন।

উত্তর—পাঠক! মাওলানা ছাহেবের ফৎওয়ার মর্ম এই যে, যদি কেহ শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করিতে গিয়া ভ্রমবশতঃ দোয়াদ স্থলে জোয় পড়ে, কিম্বা কেহ দোয়াদ ও জোয়ের প্রভেদ জানে না, চেষ্টা করা সত্ত্বেও অকৃতকার্য্য হইয়া দোয়াদ স্থলে অনিচ্ছায় জোয় পড়িয়া ফেলে, তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে। কিন্তু স্বেচ্ছায় পড়িলে নিশ্চয় তাহার নামাজ বাতীল হইবে। আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে দোয়াদকে শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা করা ওয়াজেব।

উক্ত ফাতাওয়ার প্রথম খণ্ডে, ২০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

اور ایسا ہے بنابر مذہب مختار کے درصورت عدم تعمد کے جیسا کہ عبارت خزانۃ الروایاۃ وغیرہ سے واضح ہے ☆

খাজনাতোর রেওয়াএত ইত্যাদি কেতাব হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মনোনীত ফৎওয়া গ্রাহ্য) মতে অনিচ্ছায় এইরূপ পরিবর্ত্তন হইলে নামাজ জায়েজ হইবে।

আর মাওলানা ছাহেব ফাতাওয়ার তৃতীয় খণ্ডে ১৬ পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন;—

سوال ـ کسی که حرفی از قران بحرف دیگر بدل نما ید یا کم کند یا زائد سازد کافر است یا نه ☆

جواب ـ کافر است فی الشفاء للقاضی عیاض قد اجمع المسلمون علی من نقص من القران حر فا قا صدا لذلک او بدله بحرف آخر مکانه او زاد فیه حر فا آخر مما لم یشمل علیه المصحف الذی وقع الاجماع علیه و اجمع علی انه لیس من القران عامدا لکل هذا انه کافر ☆

প্রশ্ন :— যদি কেহ কোরআন শরিফ পড়িতে একটি অক্ষর কম, বেশী অথবা পরিবর্ত্তন করে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে কি না?

উত্তরঃ—মুছলমানদের এজমা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোরআনের একটি অক্ষর কম কিম্বা পরিবর্ত্তন করে, অথবা যে কোরআনের প্রতি এজমা হইয়াছে, তাহাতে স্বেচ্ছায় এরূপ একটি অক্ষর যোগ করে, যাহার কোরআন ভুক্ত না হওয়ার প্রতি এজমা হইয়াছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় কাফের হইবে।

মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণবী ছাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ার ১।২০৩ পৃষ্ঠায় মোতায়ক্ষেরীণ আলেমগণের মত লিখিয়া ফাতাওয়ায় বাজ্জাজিয়া, রদ্দোল-মোহতার ও খাজনাতোর রেওয়াএত এই তিন কেতাব হইতে ফৎওয়া গ্রাহ্য মতটি এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

وقال القاضي ابو الحسن وابو عاصم ان تعمد تفسد و ان جرى على لسانه او كان لا يعرف التميز لا تفسد و هو اعدل الاقاويل و هو المختار ☆

"কাজি আবুল হাসান ও আবুল আছেম বলিয়াছেন, যদি স্বেচ্ছায় এইরূপ পরিবর্ত্তন করে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে। আর যদি তাহার মুখে উহা বাহির হইয়া পড়ে কিম্বা প্রভেদ করিতে নাজানে, তবে তাহার নামাজ নষ্ট হইবে না, ইহা সমস্ত মতের মধ্যে সমধিক ন্যায় সঙ্গত মত, ইহাই মনোনীত মত (ফৎওয়া গ্রাহ্য)।" তৎপরে তিনি উহার ২০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, ফৎওয়া যোগ্য ও অধিকাংশ মাশায়েখের মতে উভয় অক্ষরের মধ্যে প্রভেদ করা কষ্টকর হইলে, এইরূপ পরিবর্ত্তনে নামাজ নষ্ট হইবে না, আর কষ্টকর না হইলে, নামাজ নষ্ট হইবে।

আমাদের উত্তর;—

ইতিপূর্ব্বে আমি কাজিখান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, এই মত গ্রহণীয় নহে।

কবিরির ৪৪৭ পৃষ্ঠা;—

ولكن الفروع غير منضبطة على شئ من ذلك فالاولى الاخذ فيه بقول المتقدمين لانضباط قواعدهم

وكون قولهم احوط واكثر الفروع المذكورة فى كتب

الفتاوى منزلة عليه ☆

মোতায়াক্ষেরিনদিগের মধ্যে কাহারও মতানুযায়ী ফরুয়াত মছলা গুলি বিধিবদ্ধ করা হয় নাই, কাজেই এসম্বন্ধে প্রাচীনদিগের মত গ্রহণ করা সমধিক উত্তম, কেননা তাঁহাদের নিয়ম কানুনগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের মত সমধিক এহতিয়াত যুক্ত। ফাতাওয়ার কেতাবগুলিতে যে ফরুয়াত মছলাগুলি উল্লিখিত হইয়াছে, উহার অধিকাংশ প্রাচীনদিগের মতানুযায়ী বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে।"

আরও রদ্দোল-মোহতার, ১।৫৯২ পৃষ্ঠা ও কবিরি ৪৬১ পৃষ্ঠা;—

وهو الذى صححه المحققون من اهل الفتاوى

كقاضيخان وغيره ☆

"প্রাচীনদিগের মতটি কাজিখান প্রভৃতি ফৎওয়া দাতা বিচক্ষণ বিদ্বানগণ ছহিহ স্থির করিয়াছেন।

কবিরি, ৪৪৮ পৃষ্ঠা;—

لو قرأ مكان الذال المعجمة ظاء المعجمة او قرأ

الظاء المعجمة مكان الضاد المعجمة او على القلب

فتفسد صلوته وعليه اكثر الائمة ☆

"যদি জালের স্থলে জোয়, কিম্বা জোয় স্থলে দোয়াদ, অথবা ইহার বিপরীত পড়ে, তবে তাহার নামাজ নষ্ট হইবে, ইহা অধিকাংশ এমামের মত।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ প্রাচীন এমামের মনোনীত ও ছহিহ স্থিরীকৃত মতে দোয়াদ স্থলে জাল ও জোয় পড়িলে, নামাজ বাতীল হয়।

আরও তিনি যে মোতায়াক্ষেরিণ বিদ্বানগণের মত লিখিয়াছেন তাঁহাদের মনোনীত ও ফৎওয়া গ্রাহ্য মত উহা নহে, নিজেই তিনি লিখিয়াছেন, মনোনীত ও ফৎওয়া গ্রাহ্য মত এই যে, যদি স্বেচ্ছায় এইরূপ পড়ে, তবে নামাজ বাতীল হইবে। আর যদি অনিচ্ছায় তাহার মুখ হইতে উহা বাহির হইয়া পড়ে কিম্বা উহার প্রভেদ জানে না, তাহার পক্ষে জায়েজ হইবে।

তৎপরে তিনি উহার ২০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

ফাতাওয়ায় কাজিখানে প্রাচীনদিগের মতানুসারে লিখিত আছে غير المغضوب জোয় কিম্বা জাল দ্বারা পড়িলে তাহাদের নামাজ নষ্ট হইবে। জোয় কিম্বা জাল দ্বারা الضالين পড়িলে নামাজ নষ্ট হইবে। দাল দ্বারা الدالين পড়িলে নামাজ নষ্ট হইবে।

কবিরিতে আছে غير المغضوب জোয় কিম্বা জাল দ্বারা পড়িলে নামাজ বাতীল হইবে। জোয় কিম্বা দোয়াদ দ্বারা الضالين পড়িলে নামাজ নষ্ট হইবে না জাল দ্বারা উহা পড়িলে নামাজ নষ্ট হইবে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, উভয় কেতাবের মতে জোয় কিম্বা জাল দ্বারা غير المعضوب পড়িলে নামাজ বাতীল হইয়া যায়।

তৎপরে তিনি উহার ২০৫।২০৬ পৃষ্ঠায় তাহতাবী হইতে লিখিয়াছেন;—

فى البزازية قال غير المغضوب بالظاء او الضالين بالذال او الظاء قيل لا تفسد لعموم البلوى ☆

বাজ্জাজিয়াতে আছে, غير المغضوب জোয় দ্বারা পড়িলে,

কিম্বা الضالين জাল কিম্বা জোয় দ্বারা পড়িলে قيل জইফ মতে নামাজ নষ্ট হইবে না। ইহাতে বুঝা যায় যে, غير المغضوب জোয় দ্বারা পড়িলে, ছহিহ মতে নামাজ নষ্ট হইবে।

তাহতাবীর ১।২৬৭ পৃষ্ঠায় ও মিছরি ছাপা আলমগিরির হাশিয়াতে মুদ্রিত বাজ্জাজিয়ার ৪।৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

قال القاضى ابو الحسن و القاضى ابو عاصم ان تعمد فسد وان جرى على لسانه او كان لايعرف التميز لايفسد وهو اعدل الاقاويل وهو المختار ☆

কাজি আবুল হাছান ও কাজি আবু আছেম বলিয়াছেন, যদি স্বেচ্ছায় এইরূপ পড়ে, তবে তাহার নামাজ ফাছেদ হইবে। আর যদি তাহার মুখে উহা বাহির হইয়া পড়ে কিম্বা প্রভেদ করিতে নাজানে, তবে নামাজ ফাছেদ হইবে না। ইহা সমস্ত মতের মধ্যে সমধিক ন্যায় সঙ্গত মত ইহাই মনোনীত মত।

এইহেতু নিজে মাওলানা ছাহেব উহার ২০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

ایسا ہی ہے بنابر مذہب مختار کے درصورت عدم تعمد کے جیسا کہ خزانۃ الروایات وغیرہ سے واضح ہے پس لازم ہے ضاد معجمہ اپنے مخرج سے کہ ممتاز ہے مخارج تمام حروف سے اخراج کیا جاوے اور اگر بقصد ادای ضاد معجمہ کے اگر ظاء معجمہ یا ذال معجمہ ادا ہوگا تو بمذہب مختار صحیح رہیگی ☆

"ইহাই মনোনীত মতের ব্যবস্থা যদি স্বেচ্ছায় না পড়ে, যেরূপ খাজানাতোর রেওয়াএত ইত্যাদি হইতে প্রকাশিত হইল। কাজেই দোয়াকে উহার নিজ মোখরেজ হইতে আদায় করা ওয়াজেব যাহা অ্যান্য সমস্ত অক্ষরের মখরেজ হইতে পৃথক। আর যদি দোয়াদ আদায় করিতে গিয়া জোয় কিম্বা জাল বাহির হইয়া পড়ে তবে মনোনীত মতে ছহিহ্ হইবে।"

তৎপরে তিনি উহার ২০৫।২০৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

ولا الضالين দাল দ্বারা পড়িলে কাজিখানের মতে নামাজ নষ্ট হইবে, কিন্তু গুণইয়াতোল মোস্তামলির (কবিরির) রেওয়াএতে নামাজ নষ্ট হইবে না। মোতায়াক্ষেরিণ আলেমগণের মতে দাল দ্বারা নামাজ জায়েজ হওয়া সম্ভব নহে। কবিরির রেওয়াএত অনুসারে প্রাচীনদিগের মতানুসারে জায়েজ হওয়া উল্লেখিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকাশ্য মতে কবিরি লেখক কাজিখানের এবারত বুঝিতে ভুল করিয়াছেন। সম্ভবতঃ জাল স্থলে দাল ও দাল স্থলে জাল বুঝার জন্য এইরূপ বিপরীত হুকুম হইয়াছে।

আমাদের উত্তর —

কবিরি লেখক কাজিখানের মতানুসারে লিখিয়াছেন, দাল্লীন পড়িলে, নামাজ জায়েজ হইবে, কারণ ইহাতে অর্থ পরিবর্ত্তন হয় না। একা তিনি ইহা লেখেন নাই, ইহা আল্লামা এবনো আমির হাজ্জ হাশিয়ায় মুনইয়ার ৪৫৯।৪৬০ পৃষ্ঠায় ও মোল্লা আলি কারী জজরির-টীকা মানহে-ফেকরিয়ার ৪২ পৃষ্ঠায় উহা কাজিখানের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই কবিরি লেখক কাজিখানের এবারত বুঝিতে ভ্রম করেন নাই।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রচলিত কাজিখানের এবারতে ভুল আছে।

মাওলানা উহার ২০৪ পৃষ্ঠায় ولو قرا الضالين بالظاء او بالذال কাজিখানের এবারত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মোস্তাফায়ি ছাপা আলমগিরির ১।৭০ পৃষ্ঠায় আছে, ولو قرا الظالين بالظاء او بالذال কাজিখানের কলিকাতার ছাপাতে ও এইরূপ আছে।

মাওলানা লিখিতেছেন যে, কাজিখানের এবারতে যে ولاالظالين শব্দ আছে, ইহা নোছ্খা লেখকের ভ্রম হইয়াছে, কেননা এই মছলাটি তিনি المغضوب এর পক্ষে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়তেছে যে, ইহাতে উহার পরবর্ত্তী ولاالضالين শব্দের আলোচনা হইয়াছে। জোয় অক্ষর দ্বারা ولاالضالين পড়া অর্থহীন কথা।"

মাওলানা নিজে যখন স্বীকার করিতেছেন, কাজিখানের এবারতে ভুল আছে, কবিরি লেখক, এবনো-আমিরে-হাজ্জ ও মোল্লা আলি কারির লেখাতে ধরা পড়িতেছে যে, মূল কাজিখানের এবারতে এইরূপ ছিল—

ولو قرأ الضالين بالظاء او الدال لا تفسد ولو قرأ الذالين بالذال تفسد ☆

যদি জোয় কিম্বা দাল দ্বারা الضالين পড়ে, তবে নামাজ নষ্ট হইবে না, আর জাল দ্বারা পড়িলে নামাজ নষ্ট হইবে।

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষবি মজমুয়া-ফাতাওয়ার ২।৩৩।৩৪।৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

সমস্ত তফছির, ফেকহ, ছরফ ও কেরাতের কেতাবে দোয়াদকে'জোয় অক্ষরের মোশাব্বেহ বলিয়া লিখিত হইয়াছে, আর এইরূপ এক অক্ষর অন্য অক্ষরের সহিত পরিবর্ত্তন হইলে, নামাজ নষ্ট হয় না, কিন্তু দাল অক্ষরে দোয়াদের মোশাব্বেহ নহে। তৎপরে তিনি বহু কেতাবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

উত্তরঃ মাওলানা আশরাফ আলি থানাবি ছাহেব 'ফাতাওয়ায়-এমদাদিয়া'র প্রথম ভাগে লিখিয়াছেন;—

অক্ষরগুলির মখরেজ (উচ্চারণ স্থল পৃথক হইলে অক্ষরগুলি পৃথক হইয়া থাকে দোয়াদ, দাল, জাল ও জোয় এই অক্ষরগুলির মখরেজ পৃথক পৃথক, ইহা অতি প্রকাশ্য ও সর্ব্ববাদিসম্মত মত।

ইহাতে বুঝা যায় যে, দোয়াদ পৃথক, জোয় পৃথক ও দাল পৃথক, যখন উক্ত অক্ষরগুলি ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সপ্রমাণ হইল, তখন দোয়াদকে জোয় কিম্বা দাল পড়া এইরূপ, যেরূপ 'বে' কে 'তে' পড়া 'ছে' কে 'জিম' পড়া এবং 'হে' কে 'খে' পড়া ইহা যখন সর্ব্বাদি সম্মত মতে বাতীল, তখন উহাও বাতীল। ছেফাত এক প্রকার হইলে, ছেফাত বিশিষ্ট অক্ষরগুলি এক হওয়া প্রতিপন্ন হয় না, যেরূপ জিম ও দাল জাহ্‌র শেদ্দাৎ, এন্‌ফেতাহ, এনখেফাজ, এছমাত ও কালকালা এই ছেফাতগুলিতে তুল্য। ইহা সত্ত্বেও উভয় অক্ষরের মধ্যে আছমান ও জমি প্রভেদ আছে। আরও এক কথা, দোয়াদ ও জোয় এই দুই অক্ষর ছেফাতে পূর্ণ মোশাবেহ হইলেও মখ্‌রেজ ও এস্তেতালত استطالت ছেফাতে পৃথক হওয়ার জন্য এক অন্য হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছে, এইরূপ দোয়াদ ও দালের মধ্যে খুব নৈকট্যভাবে (তাশাবোহ) আছে, কেবল মখ্‌রেজ ও 'এৎবাক' ছেফাতে পৃথক হওয়ার জন্য এক অন্য হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছে।

মোফ্‌তাহোর রহমানির কেতাবে আছে;—

لو لا الاطباق فيها لكان الصاد سينا و الطاء تاء و الظاء ذالا و الضاد دالا ☆

"যদি 'এৎবাক' ছেফাত উক্ত অক্ষরগুলিতে না থাকিত, তবে ছাদ, ছিন হইয়া যাইত, তোয়, তে হইয়া জোয় জাল হইয়া যাইত ও দোয়াদ দাল হইয়া যাইত।

ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে, জোয় জালের সহিত ও দোয়াদ দালের সহিত পূর্ণ নৈকট্য ভাবাপন্ন, কেবল 'এৎবাক' اطباق ছেফাত একে অন্য হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, বরং মখরেজের হিসাবে দোয়াদ জোয় অপেক্ষা দালের সমধিক নিকট, যেরূপ শাফিয়া কেতাবে আছে, দোয়াদের পরে লাম, রে, নুন ও তোয় এই চারি অক্ষর ব্যবধান আছে,

উহার পরে দালের মখ্‌রেজ কিন্তু দোয়াদের পরে লাম, রে, নুন, তোয়, দাল, তে, ছাদ, জে , ছিন এই ৯টি অক্ষর ব্যবধান আছে, ইহার পরে জোয় অক্ষরের মখ্‌রেজ, ইহাতে বুঝা যায় যে, দোয়াদের জোয়ের সহিত ঐ পরিমাণ তাশাবোহ আছে, যে পরিমাণ দালের সহিত আছে, বরং দালের সহিত বেশী পরিমাণ তশোবোহ্ আছে, দোয়াদের দালের সহিত যেরূপ 'জাতি' বৈষম্য ভাব আছে, জোয়ের সহিত ঐরূপ বৈষম্যভাব আছে। দোয়াদের জোয় ও দাল এতদুভয়ের সহিত অন্ততঃ তুল্য সম্বন্ধ হইল, কাজেই জায়েজ ও নাজায়েজ হওয়া সম্বন্ধে উভয়ের তুল্য। যদি দোয়াদকে জোয় পড়া জায়েজ হয়, তবে দাল পড়া জায়েজ হইবে। আর যদি দাল পড়া নাজায়েজ হয়, তবে জোয় পড়া নাজায়েজ হইবে। আর সর্বাবাদি সম্মত মতে দোয়াদকে দাল পড়া নাজায়েজ, কাজেই জোয় পড়া বাতীল, অন্য কোন অক্ষরের আওয়াজে পড়া জায়েজ নহে।

আরও ১৩৩ পৃষ্ঠা;—

(১) দোয়াদকে জোয়ের মখ্‌রেজ হইতে বাহির করা।

(২) দোয়াদকে দোয়াদের মখ্‌রেজ হইতে কিন্তু জোয়কে জোয়ের মখ্‌রেজ হইতে বাহির করা, কিন্তু উভয়কে একই আওয়াজে পড়া।

(৩) উভয়কে নিজ নিজ মখ্‌রেজ হইতে বাহির করা এবং উভয়কে পৃথক পৃথক আওয়াজে পড়া, কিন্তু দোয়াদের সুর জোয়ের সুরের কতকটা নিকট হওয়া! দোয়াদকে জোয়ের মোশাবেহ্ বলা এই তিন প্রকার হইতে পারে।

(৪) দোয়াদকে দালের মখ্‌রেজ হইতে বাহির করা।

(৫) উভয়কে নিজ নিজ মখ্‌রেজ হইতে বাহির করা, কিন্তু উভয়কে এই আওয়াজে পড়া।

(৬) উভয়কে পৃথক পৃথক মখ্‌রেজ হইতে বাহির করা ও পৃথক পৃথক আওয়াজে পড়া, কিন্তু দোয়াদের সুর কতক পরিমাণে দালের সুরের নিকট হওয়া। এই তিনটি দোয়াদের দালের সহিত মোশাবেহ্ হওয়ার অর্থ বুঝিতে হইবে।

মতভেদ কারিগণ প্রথম ও চতুর্থ সূত্র লইয়া মতভেদ করিয়া থকেন, ইহা একেবারে বাতীল।

কতকে দ্বিতীয় ও পঞ্চম সূত্র লইয়া মতভেদ করিয়া থাকেন, এই সূত্র দুইটি ও বাতীল, ইহার সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। এক অক্ষর অন্য অক্ষরের মোশাবেহ, বলিলে সম্পূর্ণ ভাবে তুল্য হওয়া জরুরী হয় না যথা জোহদোল-মোক্‌লে আছে;—

لثبوت التشابه و عسر التمييز

"দোয়াদ ও জোয়ের মধ্যে তাশবেহ আছে, প্রভেদ করা কঠিন!";

ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রভেদ ত আছে, কিন্তু কঠিন যদি প্রভেদ না থাকিত, তবে উহা কষ্টকর বলা হইত না। দোয়াদ ও জোয় সমস্ত ছেফাতে তুল্য হওয়া সত্ত্বেও যখন এক অন্য হইতে পৃথক হইল, তখন দাল যে উহা হইতে পৃথক হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় সূত্র সত্য অনুমতি হওয়া, অর্থাৎ দোয়াদের আওয়াজ ও জোয়ের আওয়াজ পৃথক পৃথক, কিন্তু দাল ইত্যাদি অপেক্ষা উহার সুর জোয়ের কতকটা সমভবাপন্ন, কাজিখানে উভয়ের সুর পৃথক করা কষ্টকর বলা হইয়াছে। ইহাতে উভয়ের সুর পৃথক হওয়া সমপ্রমাণ হইল।

কেরাতের কেতাবগুলিতে উভয় অক্ষরের ছেফাতে তুল্য বলা হইয়াছে, ইহাতে উভয়ের কতকটা নিকট নিকট হওয়া বুঝা যায় কিন্তু এক হওয়া বুঝা যায় না। রেয়ায়া কেতাবে আছে, দোয়াদ ও জোয় শুনিতে মোশাবেহ, ইহাতে কতকটা সমভাবপন্ন হওয়া বঝ্যা যায়, কিন্তু উভয় অক্ষর এক নহে এবং উভয়ের সুর সম্পূর্ণভাবে এক নহে।

শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব উভয়ের মধ্যে প্রভেদ করা কষ্টকর লিখিয়াছেন, ইহাতে উভয়ের আওয়াজ এক হওয়া সপ্রমাণ হয় না।

তমহিদে আছে, যদি দোয়াদের, এস্তেতালাত' استطالت ছেফাত ও মখ্‌রেজ পৃথক না হইত, তবে উভয়ে এক হইয়া যাইত, ইহাতেও ত

উভয়ের সুর পৃথক হওয়া বুঝা যায়, ইহাতে উভয়ের সুর পৃথক হওয়া অস্বীকার করা হইতেছে না?

জোহ্দোল-মোকলে উভয় শুনিতে মোশাবেহ্ লিখিত আছে, কিন্তু শুনিতে একটু সৌসাদৃশ্য হইলে, উভয়ের সুরের পার্থক্য না থাকা বুঝা যায় না।

শরহে-শাতেবীতে উভয়ের শুনিতে সৌসাদৃশ্য থাকার ও মখ্‌রেজ ও ছেফাতে-এস্তেতালাত পৃথক পৃথক হওয়ার কথা আছে, ইহাতে উভয়ের সুরের এক হওয়া প্রতিপন্ন হয় না।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, দোয়াদ ও জোয়ের মধ্যে পৃথক করা জরুরী নহে, কিন্তু ইহা কেরাতের কেতবাগুলির স্পষ্ট মতের বিপরীত, জজরি মেনহাজোত্তজবিদ্, নশর, এহইয়াওল-উলুম, শরহে -মোকাদ্দমায়-জজরি ইত্যাদি কেতাবে উভয় অক্ষরকে পৃথক করা ওয়াজেব বলিয়া লিখিত আছে, কাজেই কেরাতের এমামগণের মতের বিপরীতে এমাম রাজির কথা গ্রহণীয় হইবে কিরূপে?

পাঠক, মাওলানা ছাহেবের ফাতাওয়ার তাৎপর্য্য শুনিলেন, এক্ষণে যদি এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে রামপুরের মাওলানা আবদুল জলিল ছাহেবের "ছয়ফোল মোকাল্লেদিন" বেরিলির মাওলানা আহমদ রেজা ছাহেবের "এলজামোছ-ছাদ্দ" কানপুরের মাওলানা আশরাফ আলি ছাহেবের ফাতাওয়ার দ্বিতীয় খণ্ড, জৈনপুরের মাওলানা নজিরোল হক ছাহেবের "ছবিলোছ ছাদাদ" ও জৈন পুরের মাওলানা মোহাম্মদ মোহাছেন ছাহেবের ফৎওয়া পাঠ করুন। উপস্থিত হিন্দুস্থান ও কলিকাতার আলেমদের ফৎওয়া দেখুন;—.

ছয়ফোল-মোকাল্লেদিন কেতাবে ৩৪৮-৩৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিত দিল্লি, মিরাঠ, কানপুর, আলিগড়, লাক্ষ্ণৌ, পেশাওয়ার, কলিকাতা, গাজিপুর ও অন্যান্য স্থানের মাওলানা মৌলবীগণের স্বাক্ষরিত ফৎওয়ার নকল ও অনুবাদ;—

در حدیث است عن حذیفة قال قال رسول اللّٰه صلعم اقرؤا القرآن بلحون العرب واصو اتها کذا فی کتاب فضائل القرآن من المشکوة یعنی قرآن را بلحون وآواز عرب خوانید ودرعرب کسی ازعلماء قرأء ضاد رابه ظا نمی خوانند ☆

" মেশকাত শরিফে কোরআনের ফজিলতের অধ্যায়ে (হজরত) হোজায়ফা হইতে এই হাদিছের উল্লেখ আছে, নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা কোরআন শরিফকে আরববাসীদিগের এলহান ও স্বরে পাঠ কর।"

আরবের কোন আলেম ও ক্বারী দোয়াদ অক্ষরটি জোয় অক্ষরের সুরে পড়েন না।

علاوه اینکه در نماز ضاد فارسی خواندن از کلام الناس است وکلام الناس در نماز بالا تفاق حرام است و مفسد نماز چنانچه کتب از بن مشحون است بحکم حدیث صحیح قال علیه السلام ان هذه الصلوة لا یصلح فیها شئ من کلام الناس علبه السلام ان هزه الصلوة لا

یصلح فیھا شئ من کلام الناس رواہ مسلم۔ امام نوری

درشرح این حدیث مینویسد ھذا مذھبنا ومذھب مالک

و ابی حنیفة و احمد رحمھم اللّٰہ تعالی و اجلعین ☆

আরও নামাজে দোয়াদকে ফার্সী ধরণে (জোয় ও জালের সুরে) পড়া মানুষের কালাম মধ্যে গণ্য এবং অনেক কেতাবে বিস্তর প্রমাণ আছে যে, ছহিহ মোছলেমের হাদিছ অনুযায়ী সমস্ত এমামের মতে নামাজের মধ্যে মানুষের কালাম বালা হারাম এবং ইহাতে নামাজ বাতীল হইয়া যায়। হাদিছটি এই ; নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, নামাজের মধ্যে মানুষের কোন কথা বলা উচিত নহে। এমাম নাবাবী উপরোক্ত হাদিছের টীকায় লিখিয়াছেন, নামাজের মধ্যে মানুষের কথা বলিলে, চারি এমামের মতে নামাজ বাতীল হইবে।

و لھذا شاہ عبد العزیزرح تفسیرعزیزی تحت الایة

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِیْلًا مینویسد ترتیل در لغت روشن و

واضع خواندن را میگویند و در شرح چند چیز در

خواندن قران ضرور است تا کمال ترتیل حاصل شود

اول تصحیح حروف کہ بجای ضاد ظا و بجای طا تا نہ

بر آید انتھی و در ھمین تفسیر عزیزی زیر ایت وَ مَا ھُوَ

عَلَی الْغَیْبِ بِضَنِیْنٍ می نویسد کہ مخرج این ھردر حرف

را یعنی ضاد و ظا جدا جدا شناختن قاری قران را ضرور است ☆

সেই হেতু শাহ আবদুল আজিজ (রঃ) তফছিরে আজিজিতে وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا এই আয়তের টীকায় লিখিয়াছেন, তরতিল শব্দের আভিধানিক অর্থ স্পষ্টভাবে পাঠ করা, আর শরিয়তে কোরআন শরিফ সম্পূর্ণ তরতিলের সহিত পড়িতে গেলে, কয়েকটি বিষয় পালন করা আবশ্যক, প্রথমে আরবী অক্ষরগুলি শুদ্ধ উচ্চারণ করা যাহাতে দোয়াদ অক্ষর জোয় অক্ষরের সুরে এবং "তয়" তে অক্ষরের সুরে উচ্চারিত হয় না।

আরও তিনি উক্ত তফছিরে আজিজিতে (সুরা তকবিরের) এই وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ আয়তের টীকায় লিখিয়াছেন যে, কোরআন শরিফের কারী ব্যক্তিকে দোয়াদ ও জোয়ের পৃথক পৃথক উচ্চারণ স্থল অবগত হওয়া আবশ্যক (ওয়াজেব)।

و علمای ما رحمهم الله تعالی جمله بان قائل اند که در قران وحدیث است چنانچه در خزانة الروایات آورده فی التهذیب ولوقرأ الضاد مکان الظا او علی العکس تفسد صلاته عند ابی حنیفة ومحمد رحمهما الله تعالی و در قاضیخان در قرات قران خطا گفته وکذا

لو قرأ غیر المغضوب با لظاء او بالذال تفسد صلا ته و در

سراجیه زلت القاری گفته ولو قرأ ولا الضالین بالذال او

بالظاء عند عامة المشائخ تفسد و در قا ضیخان است ولو

قرأ الدالین بالدال تفسد صلا ته و بعضی از علمای

متاخرین بسبب عموم بلوی قائل جو از گشته اند فاما

مختار و مفتی به علمای محققین اینکبار اگر قصد و عمدا

خواند نمازش فاسد گردد و اگر از لغزش زبان سرزد

شود یابلا تعمد زبان بران جاری میگردد نمازش بسبب

عموم بلوی فاسد نباشد چنانچه در شامی است و فی

خزانة الا کمل قال القاضی ابو عاصم ان تعمد ذ لک

تفسد و ان جری علی لسانه و لا یعرف التمیز لاتفسد

وهو المختار و فی البز از یة و هو (ای قول قاضی ابی

عاصم) اعد ل الا قاویل و هو المختار اه و فی التتارخانیة

عن الحاوی حکی عن الصفار رح انه کان یقول الخطأ اذا

دخل فی الحروف لا تفسد لان فیه بلوی عامة الناس لا نهم

لا یقیمون الحروف الا بمشقة ☆

আমাদের সমস্ত হানাফি আলেম কোরআন ও হাদিছ অনুযায়ী মত গ্রহণ করিয়াছেন, যথা—খাজানাতোল রেওয়ায়েত কেতাবে লিখিত আছে, —"তহজিব গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যদি কেহ জোয়কে দোয়াদ কিম্বা দোয়াদকে (মাগজুবে ও জাল্লীন) পড়ে, তবে এমাম আজম ও (তাঁহার শিষ্য) মোহাম্মদের মতে, তাহার নামাজ বাতীল হইবে।

কাজিখান কেতাবে কোরআনে ভ্রম করিবার অধ্যায়ে লিখিত আছে, যদি কেহ দোয়াদের পরিবর্ত্তে জোয় কিম্বা জাল দ্বারা গায়রোল মাগজুবে পড়ে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে।

ছেরাজিয়া কেতাবে কারির ভ্রম করিবার অধ্যায়ে লিখিত আছে;—

যদি কেহ জাল কিম্বা জোয় অক্ষর দ্বারা জাল্লীন পড়ে, তবে অধিকাংশ ফকিহ্ আলেমের মতে তাহার নামাজ বাতীল হইবে।

কাজিখান কেতাবে আছে,— দোয়াদ স্থলে দাল (বালালাদ) দ্বারা দাল্লীন পড়িলে, নামাজ বাতীল হইবে।

অধিকাংশ নিরক্ষর লোক ভ্রমে পতিত থাকিবার কারণে শেষ কালের কতক আলেম জোয় দ্বারা জাল্লীন পড়িলেও নামাজ জায়েজ হইবার ফৎওয়া দিয়াছেন, কিন্তু বিচক্ষণ আলেমগণের মনোনিত ও ফৎওয়া গ্রাহ্য মত এই যে, যদি কেহ স্বেচ্ছায় জোয় কিম্বা জাল দ্বারা মাগুজুবে কিম্বা জাল্লীন পড়ে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে। আর যদি কেহ মুখের দোষে (ভ্রম বশতঃ) দোয়াদ স্থলে জোয় (মাগজুবে ও জাল্লীন) পড়িয়া ফেলে, কিম্বা অনিচ্ছায় মুখে জোয় বাহির হইয়া পড়ে, তবে তাহার নামাজ ওমুমে বালওয়ার জন্য বাতীল হইবে না।

যেরূপ শামি গ্রন্থে আছে,—

খাজানাতোল আকমাল কেতাবে বর্ণিত আছে, কাজি আবু আছেম বলিয়াছেন, যদি কেহ স্বেচ্ছায় (এক অক্ষরকে অন্য অক্ষরের সহিত) পরিবর্ত্তন করে, তাহার নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে। আর যদি কাহারও

মুখে যদি বাহির হইয়া পড়ে, এবং সে ব্যক্তি উহার প্রভেদ না জানে, তবে নামাজ বাতীল হইবে না, ইহাই মনোনিত মত। বাজ্জাজিয়া কেতাবে এই মতটি অন্যান্য মত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মনোনীত মত বলা হইয়াছে। তাতারখানিয়া কেতাবে হাবি কেতাব হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ছাফ্ফার (রঃ) বলিয়াছেন, ভ্রম বশতঃ অক্ষর পরিবর্ত্তন করিলে, নামাজ বাতীল হইবে না, কেননা সাধারণ লোক এই সঙ্কটে পতিত হইয়া থাকেন এবং কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত অক্ষরগুলির শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারে না।

ازین عبارت صاف ظاهر است که قول مفتی به اینکه به عمد خواندن نماز فاسد میگردد برابر است که ضاد را بجای ظا خواندن یا ظا را بجای ضاد و قول مشایخیکه در صورت تبدیل حروف قائل بجواز اند مقیداست باینکه جاری گردد زبان بران بلا عمد پس درین صورت نزدیک ایشان مفسد نماز نباشد بسبب عموم بلوی و بسبب عدم امتیاز ایشان اما عدم امتیاز بدوقسم است یکی اینکه از قاریان ماهر می آموزد و شب و روز در ادای آن محنت میکند و گاهی ازین تغافلی و تکاسلی نمی ورزند با اینهمه در میان دوحرف مثلا ضاد و ظا

فرقی و تمییزی نمی تواند کرد درین صورت بلا شبهه نمازش جائز است ـ دوم اینکه ازهیچ یکی قاریان ماهر نمی آموزد و از تصحیح آن غفلت می ورزند ودر آموختن آن سعی نمی نماد درین صورت عجزا او در ادای ان و عدم قدرت او بفرق و تمییز در میان دو حرف ظاهر نیست پس نمازش تباه گردد چنانچه علمای محققین تشریح برین کرده قال ابن الهمام فی الفتح والثانی هو الاقامة عجزا کالحمد لله والرحمن الرحیم بالهاء فیها و اعوذ بالمهملة والصمد بالسین ان یجهد اللیل والنهار فی تصحیحه و لا یقدر فصلاته جائزة وان ترک جهده ففاسدة و لا یسعه ان یترک فی باقی عمره☆

উপরোক্ত এবারত হইতে স্পষ্ট প্রকাশ হয় যে, ফৎওয়া গ্রাহ্য মত এই যে, জোয় স্থলে দোয়াদ পড়ুক কিম্বা দোয়াদ স্থলে জোয় পড়ুক স্বেচ্ছায় (এইরূপ) পড়িলে নামাজ বাতীল হইবে, আর যে আলেমগণ অক্ষরগুলি পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও নামাজ জায়েজ হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারাই

এই শর্ত্ত স্থির করিয়াছেন যে, যদি অনিচ্ছায় এইরূপ (পরিবর্ত্তিত সুর) মুখে বাহির হইয়া পড়ে, তবে তাঁহাদের মতে 'ওমুমে-বালাওয়া'র (সাধারণ লোকদের এই সঙ্কটে পতিত হওয়ার) এবং তাহাদের (উভয় অক্ষরের) প্রভেদ না জানার কারণে এই অবস্থায় নামাজ বাতীল হইবে না। এই প্রভেদ করিতে না জানা দুই প্রকার হইতে পারে,—প্রথম এই যে, উপযুক্ত কারিগণের নিকট শিক্ষা করে, দিবারাত্র উহা উচ্চারণ করিতে পরিশ্রম করে এবং কখনও ইহাতে অবহেলা ও শৈথিল্য প্রকাশ করে না ইহা সত্ত্বেও দোয়াদ, জোয়ের ন্যায় দুই অক্ষরের মধ্যে প্রভেদ করিতে পারে না, এক্ষেত্রে বিনা সন্দেহে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে।

দ্বিতীয় এই যে, সে ব্যক্তি কোন উপযুক্ত কারির নিকট শিক্ষা করে না, উহা শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে অবহেলা করে এবং উহা শিক্ষা করিতে চেষ্টা করে না, এরূপ ক্ষেত্রে উহা উচ্চারণ করিতে এবং উভয় অক্ষরের মধ্যে প্রভেদ করিতে তাহার অক্ষমতা প্রকাশ হয় না, কাজেই তাহার নামাজ নষ্ট হইবে। ইহা সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্ বিদ্বান্‌গণ প্রকাশ করিয়াছেন।

এবনো-হোমাম 'ফৎহোল-কদির' কেতাবে বলিয়াছেন, দ্বিতীয় অক্ষমতা হেতু অক্ষর পরিবর্ত্তন করা, যেরূপ ছোট 'হে' দ্বারা আলহামদোলিল্লাহ আররাহমানের রহিম পড়া দাল দ্বারা আউদো ও ছিন দ্বারা ছামাদ পড়া, যদি সে ব্যক্তি উহার শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে দিবারাত্র চেষ্টা করে এবং (উহা করিতে) সক্ষম না হয়, তবে নামাজ জায়েজ হইবে, আর যদি তদ্বিষয়ের চেষ্টা ত্যাগ করে, তবে (তাহার নামাজ) নষ্ট হইবে এবং তাহার পক্ষে অবশিষ্ট বয়সে (চেষ্টা) ত্যাগ জায়েজ হইবে না।

و عدم فساد نماز در حالت خطا که بجای ضاد ظا

را خواند قول متفق علیه نیست بلکه قول بعضی مشائخ

متاخرین است و اما نزد متقدمین درین صورت نیز

نماز ش تباه می شود و احتیاط در قول متقدمین است چه
در نماز احتیاط لازم است که روز حشر اول مایحاسب به
العبد الصلوة حدیث صحیح چنانچه در رد المختار گفته
و الظاء مکان الضاد لا تفسد عند بعض المشائخ قلت
فینبغی علی هذا عدم الفساد فی الدال الثاء سینا و القاف
همزة کما هو لغة عوام زماننا فانهم لایمیزون بینهما
ویصعب علیهم جدا کالذال مع الزای و لاسیما قول
القاضی ابی عاصم و قول الصفار رح و هذا کله قول
المتاخرین و قد علمت انه اوسع وان قول المتقدمین
احوط قال فی شرح المنیة وهو الذی صححه المحققون
و فرعوا علیه فاعمل بما تختار والاحتیاط اولی سیما فی
امر الصلوة التی هی اول ما یحاسب العبد علیها ☆

ভ্রমবশতঃ দোয়াদ স্থলে জোয় পড়িলে, নামাজ নষ্ট না হওয়া সমস্ত বিদ্বানের একবাক্যে বিকৃত মত নহে, বরং পরবর্ত্তী জামানার কতক বিদ্বানের মত, কিন্তু প্রাচীন এমামগণের মতে এ অবস্থাতেও তাহার নামাজ নষ্ট হইবে।

প্রাচীন এমামগণের মতই এহ্‌তিয়াত যুক্ত, কেননা নামাজে এহ্‌তিয়াত করা ওয়াজেব, কেয়ামতের দিবস প্রথমেই বান্দার নামাজের হিসাব লওয়া হইবে। ইহা ছহিহ হাদিছ।

শামি কেতাবে আছে;—

দোয়াদ স্থলে জোয় পড়িলে, কতক বিদ্বানের মতে নামাজ বাতীল হইবে না। শামী প্রণেতা বলেন, এই মতানুসারে 'ছে' স্থলে ছিন এবং বড় কাফ স্থলে হলে হামজা পড়িলে — যেরূপ আমাদের জামানার সাধারণ লোকদিগের ভাষা হইয়াছে, (নামাজ) বাতীল না হওয়া সঙ্গত, কেননা তাঁহারা উভয় অক্ষরের মধ্যে প্রভেদ করিতে জানে না এবং নিশ্চয় উহা তাহাদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া থাকে, যেরূপ জাল এবং 'জে' বিশেষতঃ কাজি আবু আছেম ও ছাফ্ ফার রহমাতুল্লাহে আলায়হেমার মতে (উহাতে নামাজ নষ্ট হওয়া সঙ্গত)। এই সমস্ত পরবর্ত্তী জামানার বিদ্বানগণের মত অবশ্য তুমি বুঝিয়াছ যে, এই মতটি সমধিক সুবিধাজনক। আর প্রাচীন বিদ্বানগণের মতটি সমধিক এহ্‌তিয়াতযুক্ত (সন্দেহ শূন্য)। মন্‌ইয়ার টীকায় আছে, সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ বিদ্বানগণ এই প্রাচীন মতটি ছহিহ্ স্থির করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী মছলা মাসায়েল আবিষ্কার করিয়াছেন। তুমি যাহা পছন্দ কর, তাহাই গ্রহণ কর, এহ্‌তিয়াত করাই উচিত, বিশেষতঃ উক্ত নামাজের সম্বন্ধে যাহার হিসাব প্রথমেই বান্দার নিকট হইতে লওয়া হইবে।

در نظامیه گفته است والضاد الضعیفة ای التی

تکون بین الضاد و الظاء علامهء ز مخشری می نویسد و

الضاد الضعیفة التی تقرب بالذال او الظاء ـ در شافیه است و

الضاد الضعيفة فمستهجنة واز حروف قبيحه غیرفصیحه قران مجید پاک است لهذا در قران شریف ضاد مشابهه بظا نیست پس کسیکه عمدا در قران ضاد را مشابهه بظا میخواند گویا که وی تلفظ بحرف غیر منزل در قران میکند واین امر ظاهراست که وقتیکه در قران خصوصا در حالت قرأت نماز تلفظ بحرفی کرده آید که آن غیر منزل باشد ممنوع است و نمازش ازان تباه میشود ورنه لازم آید که هر کلامیکه در نماز خواهد ادا نمایند ونمازش ازان فاسد نگردد و این امر ظاهر البطلان ست و نیز میگوییم که اگر بجای با ودال وشین مثلا تا وذال وسین خوانده میشود کسی او را جائز ندارد واز ادنی تا اعلی همه بر قاریش انکارارند وملام ومطعونش سازند همچنین بجای ضاد ظا وغیره خواند نیز خلاف عقل صحیح و نقل صریح ست پس حسب درایت وروایت این چنین خواندن ضاد صاف تحریف است درقران که خرد مذهب آن در کلام اللّٰه موجود است ☆

"নেজামিয়া কেতাবে আছে, দোয়াদকে উহার এবং জোয়ের মধ্যবর্ত্তী সুরে পড়াকে দোয়াদ জইফা বলা হয়। আল্লামা জমখশরি লিখিয়াছেন দোয়াদকে জাল কিম্বা জোয়ের সুরে পড়াকে দোয়াদ জইফা বলা হয়। শাফিয়া কেতাবে আছে, দোয়াদ জইফা (পড়া) অতি কদর্য্য কার্য্য। কুৎসিত অশুদ্ধ অক্ষরগুলি হইতে কোরআন মজিদ পাক, এই হেতু কোরআন শরিফে দোয়াদের সুর জোয়ের সুরের তুল্য নহে। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি কোরআন শরিফ পড়িতে স্বেচ্ছায় দোয়াদকে জোয়ের সুরে পড়ে, সে ব্যক্তি যেন কোরআন শরিফে এরূপ অক্ষর উচ্চারণ করিল যাহা (উহাতে) নাজিল হয় নাই। আর ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে যদি কেহ কোরআন শরিফে, বিশেষতঃ নামাজে কেরাত করা কালে এরূপ অক্ষর উচ্চারণ করে যাহা নাজিল করা হয় নাই, তবে উহা নিষিদ্ধ হইবে এবং তাহার নামাজ নষ্ট হইবে, আর যদি তাহার নামাজ নষ্ট না হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, যে কোন কথা নামাজে ইচ্ছা করিয়া পড়িতে পারে এবং ইহাতে তাহার নামাজ বাতীল হইবে না কিন্তু ইহা স্পষ্ট বাতীল মত। আরও বলি, যদি 'বে' স্থলে 'তে' 'দাল' স্থলে 'জাল' এবং শিন স্থলে ছিন পড়া হয়, তবে কেহ উহা জায়েজ বলিবে না এবং ছোট বড় সকলেই এইরূপ পাঠকারীর উপর এন্‌কার করিয়া থাকেন এবং তাহাকে তিরস্কার ও নিন্দা করিয়া থাকেন। এইরূপ দোয়াদ স্থলে জোয় ইত্যাদি পড়া সত্য বিবেক ও স্পষ্ট দলীলের খেলাফ। কাজেই যুক্তি ও দলীল অনুযায়ী এইরূপ দোয়াদ পড়া কোরআন শরিফের তহরিফ ব্যতীত আর কিছুই নহে যাহার নিন্দাবাদ কোরআন শরিফে উল্লেখ আছে।"

وقول بالجواز مقيداست بحالت عجز و خطا و

سهو وآن نيز قول بعضى متاخرين است خلاف احتياط

چنانچه از محمد بن سلمه رح در سراجيه آورده ولو قرأ

ولا الضالين بالذال او بالظاء عند عامة المشائخ تفسد

وقال محمد بن سلمة لا لعموم البلوى پس آنچه در

قاضيخان گفته ولو قرأ الضالين بالظاء او بالذال

المعجمة لا تفسد صلا ته تنها قول محمد بن سلمه است

نه قول ديگر مشائخ واحتياط در قول مشائخ است نه در

قول محمد بن سلمه رح و حالانكه درين امر احتياط

ضرورى است وقائل بفساد اكثر آيمه و عامه مشائخ اند

چنانچه در صغيرى شرح منيه مى آرد و قرأ الظاء

المعجمة مكان الضاد المعجمة او على القلب

كالمظوب مكان المغضوب وضفر مكان ظفر فتفسد

صلا ته و عليه (اى على القول بالفساد) اكثر الائمة ودر

كبيرى است قرأ غير المغضوب بالظاء او بالذال

المعجمتين تفسد اذ ليس لهما معنى و در خزانة

الروايات است ولو قرأ و لا الضالين بالذال او بالظاء عند

عامة المشائخ تفسد ودر فصول عمادى است وسئل

عمن يقرأ الظاء مكان الضاد ويقرأ كيف يشاء قال لايجوز امامته ولو تعمد يكفر و فى المحيط سئل الامام الفضلى عمن يقرأ الظاء المعجمة مكان الضاد المعجمة او يقرأ اصحاب الجنة مكان اصحاب النار او على العكس فقال لا يجوز امامته ولو تعمد يكفر ☆

"(অক্ষর পরিবর্ত্তন)" নামাজ জায়েজ হওয়ার শর্ত্ত এই যে, অক্ষম অবস্থায় ও ভ্রম বশতঃ এইরূপ করিয়া থাকে, ইহাও মোহম্মদ বেনে ছালমার ন্যায় কোন পরবর্ত্তী জামানার আলেমের মত, তাহাও এহ্তিয়াতের খেলাফ মত।

ছেরাজিয়া কেতাবে আছে, যদি কেহ জাল কিম্বা জোয় দ্বারা অলাজ্জাল্লীন পড়ে, তবে অধিকাংশ মাশায়েখের মতে নামাজ ফাছেদ হইবে। মোহাম্মদ বেনে ছালমা বলেন, ওমুমে বালওয়ার জন্য নামাজ ফাসেদ হইবে না। এই সূত্রে কাজিখানে আছে যে, যদি কেহ জোয় কিম্বা জাল দ্বারা জাল্লীন পড়ে, তবে তাঁহার নামাজ ফাসেদ হইবে না, ইহা কেবল মোহাম্মদ বেনে ছালমার মত, অন্যান্য মাশায়েখের মত নহে, মাশায়েখের মতেই এহতিয়াত হইতেছে, মোহাম্মদ বেনে ছালামর মত এহতিয়াত নহে, অথচ এইরূপ কার্য্যগুলিতে এহতিয়াত করা জরুরী। (উপরোক্ত অবস্থায়) নামাজ ফাছেদ হওয়া অধিকাংশ এমাম এবং অধিকাংশ মাশায়েখের মত, যেরূপ মনইয়ার টীকা ছগিরিতে আছে,—"যদি কেহ দোয়াদ স্থলে জোয় দ্বারা মগজুবে কিম্বা জোয় স্থলে দোয়াদ দ্বারা ضفر শব্দ পড়ে তবে তাহার নামাজ ফাছেদ হইবে। এই ফাছেদ হওয়াই অধিকাংশ এমামের মত।" কবিরিতে আছে, "(যদি) কেহ জোয় কিম্বা জাল দ্বারা মাগজুবে পড়ে,

তবে তাহার নামাজ ফাসেদ হইবে, কেননা (জোয় কিম্বা জাল দ্বারা উচ্চারিত) মাগজুবে শব্দের কোন অর্থ নাই।" খাজানাতে রেওয়াএতে আছে,—যদি কেহ জাল কিম্বা জোয় দ্বারা অলাজ্জাল্লীন পড়ে, তবে অধিকাংশ মাশায়েখের মতে তাহার নামাজ ফাছেদ হইবে।"

ফছুলে-এমাদিতে আছে;—যে ব্যক্তি দোয়াদ স্থলে জোয় পড়ে কিম্বা যেরূপ ইচ্ছা করে সেইরূপ পড়ে, তাহার সম্বন্ধে ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছেন, তাহার এমামত জায়েজ হইবে না, আর যদি স্বেচ্ছায় এইরূপ পড়ে তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।"

মুহিত কেতাবে আছে, —এমাম ফজলি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, যে ব্যক্তি দোয়াদ স্থলে জোয় পড়ে কিম্বা আছহাবোন্নার স্থলে 'আছহাবোল-জান্নাহ্ পড়ে কিম্বা ইহার বিপরীত পাঠ করে, তাহার হুকুম কি হইবে? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, তাহার এমামত জায়েজ হইবে না, আর যদি স্বেচ্ছায় এইরূপ করে, তবে কাফের হইবে।"

দিল্লী ও তন্নিকটস্থ আলেমগণের স্বাক্ষর

মাওলানা মোহাম্মদ শাহ সাহেব। মাওলানা রহম আলি ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ সেপাহদার খাঁ ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ নীজর ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ আমিরদ্দিন ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ আজিরদ্দিন ছাহেব। মাওলানা ফয়জোল হাছান ছাহেব। মাওলানা আবদুল হক ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল হক হাক্কানী ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মাজিদ ছাহেব। হাফেজ রহিম বখ্শ ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ ইছমাইল ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ হালিমোল্লাহ ছাহেব। মাওলানা হালিম গোল ছাহেব। মাওলানা অকিল আহমদ ছাহেব। মাওলানা নবী খাঁ ছাহেব। মাওলানা ওলিবেগ ছাহেব। মাওলানা আল্লাহ্ বখ্শ ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ নেয়াজ ছাহেব। মাওলানা ছেরাজদ্দিন ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ শের খাঁ ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ অজির ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ কারামতুল্লাহ ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ মাহমুদ ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ মছউদ ছাহেব। মাওলানা

আবদুল হাকিম ছাহেব। মৌলবি হাফেজ আতাউল্লাহ ছাহেব। মৌলবী আবদুল হাকিম ছাহেব। মাওলানা হাকিমোর রশিদ ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ কাবেল ছাহেব। মৌলবী বদরদ্দিন সাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ছাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ হাছান ছাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ জমিলোর রহমান ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ মনির ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ ওমর ছাহেব। মৌলবি মোহাম্মদ হোছেন ছাহেব।

শহর মিরাটের আলেমগণের স্বাক্ষর

মাওলানা মোহাম্মদ আজিজর রহমান ছাহেব। মাওলানা ছাদেক আলি ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুসছামি ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ হাশেম ছাহেব।

শহর কানপুরের আলেমগণের স্বাক্ষর

মাওলানা মোহাম্মদ আলি ছাহেব। মাওলানা আহমদ হাছান ছাহেব। মাওলানা এলাহি বখ্শ ছাহেব। মাওলানা হাফেজ কারি আশরাফ আলি সাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল গফফার ছাহেব। মাওলানা কাদের আলি ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল হালিম ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ আমানাতুল্লাহ ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ সইদদ্দিন ছাহেব।

শহর আলিগড়ের মাওলানাদের স্বাক্ষর

মাওলানা মোহাম্মদ লোৎফোল্লাহ ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ হায়দার আলি ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল কাদের ছাহেব। মাওলানা ফজলোল হক ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ছাহেব। মাওলানা আবদুল করিম ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ আয়নদ্দিন ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ আলিমুদ্দিন ছাহেব। মাওলানা নবাব আলি খাঁ ছাহেব। মাওলানা গোলাম দস্তগির ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ গফুর ছাহেব। মাওলানা আবদুল্লাহ ছাহেব। মাওলানা মখদুম বখ্শ ছাহেব। মাওলানা মাওলা বখ্শ ছাহেব। মাওলানা বেলায়েত হোসেন ছাহেব। মাওলানা দীন মোহাম্মদ ছাহেব।

শহর লাক্ষ্নুর আলেমগণের স্বাক্ষর

মাওলানা আবদুল হাদিম ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মজিদ ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম ছাহেব। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল গফ্ফার ছাহেব।

শহর পেশওয়ার—

মাওলানা ফজ্‌লে কাদের ছাহেব

শহর গাজিপুর—

মাওলানা আমানাতুল্লাহ ছাহেব

শহর কলিকাতার আলেমগণের স্বাক্ষর

মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব। মাওলানা ইছমাইল ছাহেব। মাওলানা শামসুল ওলামা বেলাএত হোসেন ছাহেব। মৌলবী মে'রাজদ্দিন ছাহেব। হাফেজ মোহাম্মদ আবদুশ শুকর ছাহেব।

বর্দ্ধমান নওয়াখালি ইত্যাদি স্থান সমূহের আলেমগণের স্বাক্ষর

মৌলবী হাছিরদ্দিন ছাহেব। মৌলবি খাদেম হোসেন ছাহেব। মৌলবী গোলাম হায়দার ছাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ মুছা ছাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ জহিরদ্দিন ছাহেব। মৌলবী জমিরদ্দিন ছাহেব। মৌলবী আবদুল করিম ছাহেব। মৌলবী আবদুল হাই ছাহেব। মৌলবী নুরোল হক ছাহেব। মৌলবী আজিজল হক ছাহেব। মৌলবী আহমদুল্লাহ্ ছাহেব। মৌলবী আবদুল কাদের ছাহেব । মৌলবী মোহাম্মদ আকবর ছাহেব। মৌলবি আবদুছ ছামাদ ছাহেব। মৌলবি আবদুল হামিদ ছাহেব। মৌলবী আবদুর রহমান ছাহেব।

জৌনপুর নিবাসী মাওলানা আবদুল কাদের ছাহেব লিখিয়াছেন;—

البتہ حرف ضاد اور ظاء کا مخرج علاحدہ ہے ان دونون کو متحد المخرج سمجھکر ضاد کو ظاء یا ظاء کو ضاد کے مخرج سے ادا کرنا سراسر خطا اور مفسد نماز بلکہ خوف کفر ہے پس ہر قاری قران کو ایسی تحریف سے بچنا لازم وواجب ہے ☆

অবশ্য দোয়াদ ও জোয়ের উচ্চারণ স্থল পৃথক পৃথক, উভয়ের উচ্চারণ স্থল এক বুঝিয়া দোয়াদকে জোয় কিম্বা জোয়কে দোয়াদ পড়া অতিশয় ভ্রমাত্মক মত, ইহাতে নামাজ বাতীল হইবে, বরং কাফের হইবার আশঙ্কা আছে, অতএব কারী ব্যক্তিকে এইরূপ কোরআন তহরিফ না করা ওয়াজেব।

রামপুর নিবাসী জৌনপুর মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপক মাওলানা মোহাম্মদ হেদাএতুল্লাহ খাঁ ছাহেব ও মাওলানা মহাম্মদ হাদি হাসান ছাহেব লিখিয়াছেন;—

جو صاحب ضاد معجمہ کی جگھ ظاء معجمہ قصدا پڑھتے ہین اور دوسرون کو قصدا پڑہنے کی تعلیم کرتے انکو اس فعل خلاف شرع سے توبہ کرنا لازم ورنہ خوف کفر ہے ☆

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দোয়াদ স্থলে জোয় পড়ে, কিম্বা অন্য লোককে স্বেচ্ছায় এইরূপ পড়িতে শিক্ষা দেয়, সে ব্যক্তি শরিয়তের খেলাফ কাজ করিল, তাহাকে এইরূপ কুকাজ হইতে তওবা করা ওয়াজেব, নচেৎ কাফের হইবার আশঙ্কা।

জৌনপুর নিবাসী মাওলানা আবুল বাশার, মাওলানা আবদুর রব ও মাওলানা আহমাদুল্লাহ্ ছাহেবগণ লিখিয়াছেন।

جو قصدا ضاد کے بدلے ظاء یا کسی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا جائز جانکر خود بھی بدل کر پڑھتے ہین اور دوسرون کو بھی بتلاتے اور سکھلاتے ہین اور اپنے آپ نماز اور دوسرون کی بھی نماز برباد کر کے مفت گنہگار اور محرف کلام الہی کے ہوتے ہین عوام بیچارے تو بوجہ نہ جاننے کے نادانستگی مین جو کچھ ادا کر سکین قابل عفو ہین مگر خواص باوجود علم ولیاقت کے پھر بھی ایسے امر کلاف شرع کے مرتکب ہونگے اور

اپنے آپ کو امیون کی طرح معذور ٹھہرا کے مخرج پر قادر نہونے کا بہانہ کرینگے تو یہ ان کی حیلہ جوئی عند الشرع ہرگز ہرگز نہ سنی جاویگی ایسے لوگونکو خدا سے ڈر کر توبہ کرنا اور ایک حرف کو اسکے مخرج سے صحیح طور پر سیکھنا اور ادا کرنا لازم ہے ☆

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দোয়াদ স্থলে জোয় কিম্বা এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পাঠ করে এবং অন্য লোককে এইরূপ পড়িতে শিক্ষা দেয়, সে ব্যক্তি নিজের নামাজ নষ্ট করিতেছে। অন্য লোকের নামাজও নষ্ট এবং

কোরান পরিবর্ত্তন করিতেছে। নিরক্ষর লোক অজানিত ভাবে যেরূপ পড়ে, মার্জ্জনা পাইতে পারে, কিন্তু আলেম ব্যক্তি শরিয়তের বিরুদ্ধ কাজ করিয়া এবং আপনাকে উম্মিদের ন্যায় অক্ষম কল্পনা করিয়া আরবি অক্ষরগুলি শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে না পারিবার ছলনা করে, শরিয়তে তাহার আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। এইরূপ লোককে খোদার ভয় করিয়া তওবা করা এবং অক্ষরগুলির শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা করা ওয়াজেব।

জৌনপুর নিবাসী মাওলানা আবদুল আউয়াল ছাহেব ও মাওলানা শাহ্ এনাএত করিম ছাহেব লিখিয়াছেন;—

قران شریف مین کسی حرف کا بدلنا دوسرے حرف سے ہرگز جائز نہین کہ اس مین کفر لازم آتا ہے اور نماز تو یقینی فاسد نا جائز ہوتی ہے اپنی نماز کا درست کرنا اور کفر سے بچنا بہت ضروری ہے اور یہ ضاد کو مشابہ ظا وزا کے نہ پڑہنے مین حاصل ہوتا ہے اور مین نے مکہ معظّمہ اور مدینہ منورہ مین اور مصر اور شام اور طرابلس اور طائف اور بصرہ اور کوفہ اور حلب اور یمن کے قاریون کا پڑھنا سنا کسی کی زبان سے ضاد عربیہ کے مقام پر ظاد نہ سنا بلکہ وہ لوگ دال مفخمہ کے مشابہ اسکی اصلی مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرتے ہین ☆

কোরাণ শরিফে এক অক্ষরকে অন্য অক্ষরের সহিত পরিবর্ত্তন করিলে নামাজ নিশ্চয় বাতীল হইয়া যায়, বরং কাফের হইতে হয়। যাহাতে নামাজ সিদ্ধ হয় এবং কাফের না হইতে হয় এইরূপ কার্য্য করা প্রত্যেকের পক্ষে ওয়াজেব। আমি মক্কা মদিনা, মিসর, শাম, ত্রিপলি, তাএফ, বাসরা, কুফা, হালব ও ইয়মেনের কারিদের কেরাত শুনিয়াছি, তাঁহারা কেহই দোয়াদকে জোয় পড়েন না, বরং উহার নিজ উচ্চারণ স্থান হইতে পড়িয়া থাকেন, উহার সুর কতকটা মোটা দালের সুরের সন্নিকট বলিয়া বোধ হয়, (যাহা স্পষ্ট দালের সুর নহে, মোটা দালের সুর নহে)।

কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার আলেমদের ফৎওয়ার নকল ও অনুবাদ—

جو شخص ضاد کی جگہ ظا پڑھیگا تو اسکی امامت درست نہین اور اگر عمدا ضاد کی جگھ ظا پڑھیگا تو اس شخص کا کافر ہونا لازم آتا ہے جیسا شرح فقہ اکبر مین مذکور ہے ۔ فی المحیط سئل الامام الفضلی عمن یقرأ الظاء المعجمة مکان الضاد المعجمة او یقرأ اصحاب الجنة مکان اصحاب النار او علی العکس فقال لا یجوز امامته ولو تعمد یکفر قلت اما کون تعمده کفرا فلا کلام فیه اذا لم یکن فیه لغتان فتاوی

سراجیہ میں مذکور ہے لو قرأ و لا الضالین بالذال او بالظاء عند عامة المشائخ رحمة اللّٰه تعالی علیهم تفسد صلاته۔ منیة المصلی میں مذکور ہے اما اذا قرأ مکان الذال ظاء او قرأ الظاء مکان الضاد او علی القلب تفسد صلاته علیه اکثر الایمة۔ فتاوی قاضیخان میں ہے لو قرأ غیر المغضوب باظاء او بالذال تفسد صلاته در المختار میں ہے قال فی الخانیه و الخلاصة الاصل فیما اذا ذکر حرفا مکان حرفا و غیر المعنی ان امکن الفصل بینهما بلا مشقة تفسد و الا یمکن الا بمشقة کالظاء مع الضاء المعجمتین و الصاد مع السین و الطاء مع التاء قال اکثر هم لا تفسد اه و فی الخزانة الاکمال قال القاضی ابو عاصم ان تعمد ذلک تفسد و ان جری علی لسانه او لا تعرف المیز لا تفسد وهو المختار حلیه وفی البزازیة وهو اعدل الاقاویل وهو المختار اه وفی التاتارخانیة عن الحاوی حکی عن الصفار انه کان یقول الخاَ اذا دخل فی

التحروف لا يفسد لانه فيه بلوى عامة الناس لا نهم لا يقيمون الحروف الا بمشقة و فيها اذا لم يكن بين الحرفين اتحاد المخرج ولا قربه الا ان فيه بلوى العامة كالذال مكان الضاد او الزاء المخض مكان الذال و الظاء مكان الضاد لاتفسد عند بعض المشائخ اه عبارة مذكور سے ثابت هوا كه تبديل مذكور يعنى حروف متشابه كو ايك دوسرے كى جگه پڑهنا اگر عمدا هو تو نماز فاسد اور يهى قول مختار هے اور قول مختار پر فتوى ديا جاتا هے اور اگر تبديل مذكور عمدا نه هو يا اگر تبديل مذكور كسى عاجز سے (يعنى جو شخص حروف متشابه كو ايك دوسرے سے تميز نهين كر سكتا هو) صادر هو تو اسكى نماز نهين فاسد هو گى ☆

যে ব্যক্তি কোরানের আয়ত পাঠ করিতে দোয়াদ স্থলে জোয় পাঠ করে, তাহার এমামত জায়েজ হইতে পারে না, আর যদি স্বেচ্ছায় কোরাণ শরিফে দোয়াদ স্থলে জোয় পড়ে, তবে (কোরাণ তহরিফ করিবার জন্য)

কাফের হইবে। ফেকাহে আকবরের টীকায় লিখিত আছে, মুহিত কেতাবে আছে কোন ব্যক্তি এমাম ফজলিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যদি কেহ কোরআন পড়িতে দোয়াদ অক্ষরের স্থলে জোয় পড়ে, কিম্বা "আছহাবোন্নার" স্থলে "আছহাবোল জান্নাহ" পড়ে বা উহার বিপরীত ভাব পড়ে, তবে তাহার হুকুম কি হইবে? তিনি বলিলেন, (অনিচ্ছায় পড়িলে) এইরূপ ব্যক্তির এমামত জায়েজ হইবে না, আর যদি স্বেচ্ছায় এইরূপ পরিবর্ত্তন করে, তবে কাফের হইবে। মোল্লা আলীকারী বলেন, স্বেচ্ছায় এইরূপ পরিবর্ত্তন করিলে, তাহার কাফের হইবার বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কোরাণ শরিফে কোন কোন স্থানে এক কেরাতে দোয়াদ পড়া হয়, অন্য কেরাতে জোয় পড়া হয়, ইহাতে এক অক্ষরকে অন্য অক্ষরের সহিত পরিবর্ত্তন করা সাব্যস্ত হয় না, বরং পৃথক কেরাতের নিমিত্ত এইরূপ হইয়াছে, অতএব যে কেরাতে দোয়াদ পড়া হয়, উক্ত কেরাত অবলম্বন করিলে, জোয় পড়া নিষিদ্ধ।

ফাতাওয়া ছেরাজিয়াতে আছে,—যদি কেহ জোয় কিম্বা জালের সুরে জাল্লীন পড়ে, তবে অধিকাংশ ফকিহ্ আলেমের মতে তাহার নামাজ বাতীল হইবে।

মনিয়াতোল-মুসল্লি কেতাবে বর্ণিত আছে, যদি কেহ জোয় স্থলে জাল, দোয়াদ স্থলে জোয় (মাগজুবে ও জাল্লীন) কিম্বা জোয়া স্থলে দোয়াদ পড়ে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে। ইহা অধিকাংশ এমামের মত।

কাজিখান কেতাবে আছে, যদি কেহ জোয় কিম্বা জাল অক্ষরের সুরে মাগজুবে পড়ে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে।

শামি কেতাবে খানিয়া ও খোলাছা হইতে বর্ণিত আছে;—

যদি কোন ব্যক্তি এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পড়ে বরং ইহাতে ঐ শব্দের মর্ম্ম পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, এক্ষেত্রে উক্ত দুইটি অক্ষরের সুরের মধ্যে প্রভেদ করা সহজ হইল, তাহার নামাজ (শেষকালের কতক আলেমের মতে) বাতীল হইবে। আর উভয়ের সুরের মধ্যে প্রভেদ করা সঙ্কট হইলে,

শেষকালের) অধিকাংশ আলেমের মতে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে। উপরোক্ত মতানুযায়ী দোয়াদ স্থলে জোয়া, ছাদ স্থলে ছিন ও তোয় স্থলে তে পড়িলে, নামাজ জায়েজ হয়।

খাজনাতোল আকমাল কেতাবে আছে;— যদি স্বেচ্ছায় দোয়াদ স্থলে জোয় পড়ে, তবে তাহার নামাজ বাতীল হইবে।

আর যদি ভ্রমবশতঃ দোয়াদ স্থলে জোয় পড়িয়া ফেলে কিম্বা উভয়ের মধ্যে প্রভেদ জানে না, শত চেষ্টা সত্ত্বেও এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর বাহির হইয়া পড়ে, তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে। হুলিয়া কেতাবে এই মতকে ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলা হইয়াছে। বাজ্জাজিয়া কেতাবে এই মতটি উৎকৃষ্ট ও ফৎওয়া গ্রাহ্য বলা হইয়াছে। তাতার খানিয়াতে হাবি হইতে বর্ণিত আছে, এমাম ছাফ্‌ফার (রঃ) বলিয়াছেন, যে ভ্রমবশতঃ এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পড়িলে নামাজ বাতীল হইবে না, কেননা সাধারণ লোক সহজে অক্ষরগুলি শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারে না, অনেকেই এই সঙ্কটে পতিত আছেন।

আরও উক্ত কেতাবে আছে যে দুইটি অক্ষরের উচ্চারণ স্থল এক বা সন্নিকট নহে,- কিন্তু সাধারণ লোক উভয়ের সুরের মধ্যে প্রভেদ করিতে জানে না,—যথা জে ও জাল এবং জোয় ও দোয়াদ এইরূপ এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পড়িলে, শেষ কালের কতক আলেমের মতে নামাজ জায়েজ হইবে।

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সন্নিকট সুরের এক অক্ষরকে অন্য অক্ষরের সুরে স্বেচ্ছায় পড়িলে, (জোয় ও জাল অক্ষরের সুরে দোয়াদ পড়িলে, (তাহার নামাজ বাতীল হইবে)। ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত। আর যদি কেহ দোয়াদ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে গিয়া ভ্রমবশতঃ জোয় পড়িয়া ফেলে, কিম্বা অক্ষম ব্যক্তি দোয়াদ ও জোয়ের সুরের মধ্যে প্রভেদ করিতে জানে না, দোয়াদ উচ্চারণ করিতে গেলেই অনিচ্ছায় জোয় পড়িয়া ফেলে তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে।

اور بعض رسالون مین علم تجوید کے جولکھا ہے کہ ضاد مشابہ ظا کے
ہے اس سے یہ مراد نہین ہے کہ ان دونون مین کچھ امتیاز نہین ہے اور
ضاد ظا سے جدا نہین سنا جا سکتا ہے بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ یہ دونون
اکثر صفتون مین آپس مین شریک ہین اور نہایت استعلا و اطباق کے
ساتھ ادا ہوتے ہین اور ضاد کے ظا سے جدا ہونیکے واسطے ان کے
مخرجون کی جدائی اور استطالت کی صفت جو صرف ضاد مین ہے کا می
ہے کیونکہ مخرج ضاد کا زبان کا بغلی کنارہ اور منھ کا داہنا یا بایان گوشہ اور وہ
دار ہین ہین جو کنارے زبان کے قریب ہین اور مخرج ظا کا زبان کے
سر کی نوک اور کنارے دو ثنیہ علیا کے اب دیکھنا چاہئے کہ جمہور علمای
عرب ضاد کو کس طرح تلفظ کرتے ہین تو آواز اسکی قریب قریب دال
مفخم کے معلوم ہوتی ہے پس ہملوگ عجمیون کو چاہئے کہ اسی طرح پڑہین
چنانچہ جتنے قاری عجم کے ہین اسی طرح پڑھتے ہین مگر ضاد کو دال خالص
نہ پڑھے کیونکہ بعض صورت مین اسکی نماز فاسد ہوتی ہے جیسا کہ
قاضیخان مین مذکور ہے ولو قرأ الدالین بالدال تفسد صلا تہ ☆

কোন কোন কেরাতের কেতাবে দোয়াদ অক্ষরটি জোয়ের সদৃশ বলিয়া লিখিত আছে, ইহাতে কেহ যেন না বুঝেন যে, উভয় অক্ষরের মধ্যে কিছুই প্রভেদ নাই বা উভয়ের সুর পৃথক নহে, বরং উহার মর্ম্ম এই যে, উভয় অক্ষর কতকগুলি ছেফাতে (বিশেষণে) তুল্য, উভয় অক্ষরের উচ্চারণকালে জিহ্বা উর্দ্ধে উঠিয়া তালুর সহিত মিলিয়া যায়। দোয়াদ অক্ষরটি জিহ্বার এক পার্শ্ব ও তন্নিকটস্থ দন্তমূল হইতে উচ্চারিত হয় আর জোয় জিহ্বার অগ্রভাগ দুইটি উপরিদন্তের অগ্রভাগ হইতে উচ্চারিত হয়। দোয়াদ দীর্ঘ ভাবে উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ উচ্চারণ কালে নিজ উচ্চারণ স্থান হইতে "লাম" অক্ষরের উচ্চারণ স্থান অবধি পৌঁছিয়া থাকে, এই গুণটাকে আরবিতে এছ্‌তেতালৎ বলে। জোয়ের মধ্যে এই গুণটি নাই, অতএব উভয়ের উচ্চারণ স্থল পৃথক এবং উভয় অক্ষর একটি ছেফাতে পৃথক হওয়ায় উভয়ের সুর ও পৃথক হইবে, কতকগুলি ছেফাতে তুল্য হইলে, এক সুর বিশিষ্ট হওয়ার কোন আবশ্যক নাই।

আমাদের ন্যায় ভিন্নভাষী লোকদিগকে আরবের কারিদের অনুসরণ করা আবশ্যক, তাঁহারা দোয়াদকে মোটা দালের নিকট নিকট সুরে পাঠ করেন, (উহা দাল বা মোটা দালের সুর নহে, এবং মোটা দালের সন্নিকট বলিয়া বোধ হয়) ভিন্ন দেশীয় কারিগণও আরবের উক্ত সুরে পাঠ করেন। অবশ্য দোয়াদকে স্পষ্ট দালের সুরে পড়া নিষিদ্ধ, কেননা কাজিখান কেতাবের মতানুযায়ী ইহাতেও নামাজ বাতীল হইয়া যায়।

جاننا چاہئے کہ یہ سب احکام مذکورہ بالا واسطے اس شخص کے ہین
کہ جسکو سب حرفون کے مخارج ادا کرنے مین ایک حرف کو دوسرے
حرف سے امتیاز حاصل ہوا ہو وگرنہ جو شخص عاجز ہے اور حروف
متشبہات مین ایک کو دوسرے سے تمیز نہین کرسکتا اور زعم مین ہے کہ

مین نے اس کلمہ کو جیسا چاہئے ویساہی ادا کیا تو اس شخص کے اس قسم
کی تبدیل حرف سے نماز فاسد نہین ہوگی جیسا شرح کبیر مین مذکور ہے

و كان القاضى الامام الشهيد المحسن يقول الاحسن فيه
ان يقول (اى المفتى) ان جرى ذلك على لسانه ولم
يكن مميزا (بين بيض هذه الحروف وبعض) و كان فى
زعمه انه ادى الكلمة على وجهها لا تفسد صلوته و كذا
روى محمد بن المقاتل عن الشيخ الامام اسماعيل
الزاهد و هذا معنى ماذكر فى فتاوى الحجة انه افتى فى
حق الفقهاء باثا دة الصلاة و فى حق العوام بالجواز ☆

যে ব্যক্তি আরবী অক্ষরগুলির উচ্চারণ স্থান (মাখ্‌রেজ) বিষয়ে অবগত আছেন এবং অক্ষরগুলির পৃথক উচ্চারণ করিতে জানেন, তাহার পক্ষে এই ব্যবস্থা খাটিবে, কিন্তু যে নিরক্ষর লোক অক্ষরগুলির উচ্চারণ করিতে জানে না, অনিচ্ছায় এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পড়িয়া ফেলে এবং ধারণা করে যে, অক্ষরগুলি শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হইতেছে, তাহার নামাজ জায়েজ হইবে। এইরূপ কাজি এমাম শহীদ ও শেখ এমাম এসমাইল প্রকাশ করিয়াছেন। ফাতাওয়া হোজ্জাতে বর্ণিত আছে এইরূপ পরিবর্ত্তনে আলেমদের নামাজ বাতীল হইবার ও নিরক্ষর (উম্মি) লোকদের নামাজ জায়েজ হইবার ফৎওয়া দেওয়া যাইবে।

শামছোল ওলামা মাওলানা আহমদ আলি সাহেব। মাওলানা মোহাঃ ছায়াদাত হোসেন ছাহেব। মাওলানা মীর মোহাম্মদ ছাহেব। মাওলানা

গোলাম ছালমানি ছাহেব। মৌলবী হাফেজ আবদুর রউফ ছাহেব। মৌলবী আবদুল গণি ছাহেব। মৌলবী করিম বখ্‌শ ছাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ হাসান ছাহেব। মৌলবি মোহাম্মদ কাছেম ছাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ এসমাইল ছাহেব।

আঞ্জুমনে তবলিগোল ইস্‌লামের ও মেম্বরগণের স্বাক্ষর

বঙ্গের তাপস-কুল শ্রেষ্ঠ জনাব মাওলানা পীর মোহাম্মদ আবু বকর ছাহেব। মাওলানা মসউদ আলি ছাহেব। মৌলবি আবেদ আলি ছাহেব। মৌলবী অলিউল্লাহ ছাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ ইস্‌হাক ছাহেব। মৌলবী মোজাম্মেল হোসেন ছাহেব। মৌলবী বদরদ্দিন আহমদ ছাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ ইউছোফ ছাহেব। মৌলবী মোহাঃ এনায়াতুল্লাহ ছাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল করিম ছাহেব। মৌলবি বশিরদ্দিন ছাহেব। মৌলবী শেখ আবদুল মালেক ছাহেব। মৌলবী আবদুল মজিদ ছাহেব মৌলবি আবদুর রশিদ ছাহেব। মৌলবী ফজলোর রহমান ছাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন ছাহেব। মৌলবী নয়াবদ্দিন ছাহেব। মৌলবী জসিমদ্দিন ছাহেব। মৌলবী আবদুল মান্নান ছাহেব। মৌলবী সৈয়দ কানয়াত হোসেন ছাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ ইসহাক ছাহেব। মৌলবী গোলাম শরিফ ছাহেব। মৌলবি মোহাম্মদ সাদেক আলি ছাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ এনাএতুল্লাহ ছাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ মকসুদ আলি ছাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ মৌছুম ছাহেব। মৌলবি মোহাম্মদ আবদুল বাছেত ছাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল গফুর ছাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল আজিজ ছাহেব। মৌলবী সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল গণি ছাহেব। মৌলবী সৈয়দ আফজল হোসেন ছাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ ছাহেব। মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল করিম ছাহেব। মৌলবী আবদুল আজিজ ছাহেব। মৌলবী শাফায়াতুল্লাহ ছাহেব। মৌলবী আবদুল হামিদ ছাহেব। মৌলবি তাজাম্মোল হোসেন ছাহেব। হাফেজ সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকুব মক্কি ছাহেব। মৌলবী ফজলোল হক ছাহেব।

সমাপ্ত